বাৎসরিক পত্রিকা-২০২৪

ক্রেওল

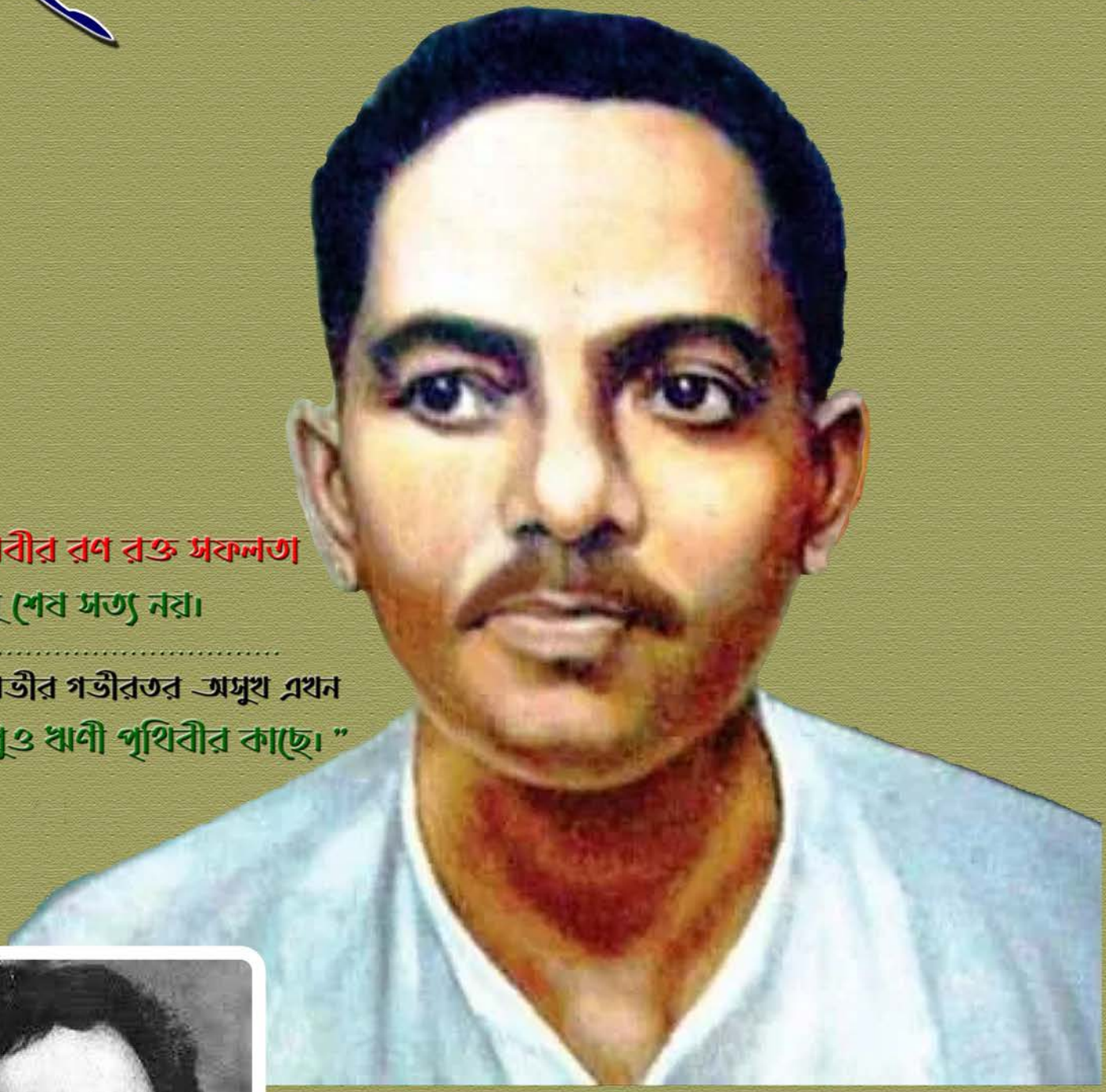

"এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।
.....
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।"

চাকদহ রামলাল একাডেমী

"যিনি জীবনকে ভালবাসেন
তিনি সঙ্গীত কে না ভালবেসে পারেন না।"

With Best Compliments
from:
The Government of West Bengal

Chakdaha Ramlal Academy · ESTD-1907
"Education is the manifestation of the perfection already in man." – Swami Vivekananda
विद्या ददाति विनयम्

চাকদহ রামলাল একাডেমী

(উচ্চতর মাধ্যমিক)

চাকদহ, নদীয়া।

W.B.B.S.E. : Index No. D2-026 I W.B.C.H.S.E. : Index No. 112022 I H.S. Centre Code 4302
W.B.S.C.V.E. & T. Code No. : 6281 I DISE Code : 19102500903

স্থাপিত ঃ ১৯০৭

''ক্লেওল''

বার্ষিক পত্রিকা

৫৪তম বর্ষ, ২০২৪

পত্রিকা উপ-সমিতি

উপদেষ্টা মণ্ডলী ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক,
সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক,
প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, করণিক।

সম্পাদকমণ্ডলী ▸▸ দেবকুমার মণ্ডল, গোপাল চন্দ্র তালুকদার, সুবীর কুমার সাহা, প্রদীপ কুমার সরকার, তারক নাথ চন্দ, কৌশিক দেবনাথ, বৈশাখী ব্যানার্জী, সাধন মণ্ডল, অঞ্জন বিশ্বাস, শাশ্বতী সেন।

প্রকাশক ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক।

মুদ্রণ ▸▸ চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চাকদহ, নদীয়া।

প্রচ্ছদ ▸▸ দেবকুমার মণ্ডল, সাধন মণ্ডল, নৃপেন মণ্ডল।

প্রকাশনার তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৪

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		১৮
গাছের একটা প্রশ্ন	দ্বীপরাজ	১৯
চাঁদের দেশে পাড়ি	সম্পূর্ণা বিশ্বাস	২০
বিদায়ের সুর	শ্রীশথা সাহা	২০
নাজেহাল গরমে	অরিত্র কাবাসি	২০
ভারতীয় বীর	পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার	২১
আমি যদি হতাম একটি পাখি	স্বস্তিক বিশ্বাস	২১
গরম	সত্যব্রত অধিকারী	২১
ছোট্টো একটি ছেলের আশা	সাগ্নিক পাল	২২
জননীর প্রতি	চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়	২২
বাতাস আমার	অন্বেষা মৈত্র	২৩
যখন আমি আকাশ দেখি	অদ্রিজা বন্দ্যোপ্যাধ্যায়	২৩
ছুটি	দীপায়ণ মণ্ডল	২৪
সাথী	সায়ন সরকার	২৪
রবীন্দ্রনাথ	ইদিতা মজুমদার	২৫
ফুটবোতল	সুমিত দেবনাথ	২৫
বিলের ডায়েরি	অহন সরকার	২৬
মাতৃভাষা	শৌর্য্য বিশ্বাস	২৬
মুখোশ	নেহা দাস	২৭
মেয়ে মানুষ	শ্রীজা ভক্ত	২৮
প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়া	মাহী বাছার	২৮
কাব্যের ভূত	অংশুমান বিশ্বাস	২৯
আমি প্রকৃতি বলছি	দ্বীপান্বিতা ঘোষ	৩০
हिन्दी भाषा	सुस्मिता बसु,	३१
The Sea	Sarthak Bhakta	32
Winter	Kriti Basu	32
Their Saviour	Shinjan Benerjee	32
Depression	Bhubon Saha	33
Thank You Nature	Patatri Rudra	34
Wandering Soul	Tithi Dutta	34
The Wonderful Valley	Trina Bhattacharjee	35
জানো না তো তা !	অঞ্জন বিশ্বাস	৩৬
অপেক্ষা	দেবকুমার মণ্ডল	৩৭

সূচিপত্র

অদৃশ্যে আত্মা ও পরমাত্মা	অঞ্জয় কুমার শাসমল	৩৮
শেষ সুর	শংকর নাথ সরখেল	৩০
মা আসছেন	সাগ্নিক মণ্ডল	৪০
The Bengali Language	Alok Biswas	41
Contact Time	Joe Winter	43
এক কিশোরীর বেঁচে ফেরা	অদ্রিতা মান্না	৪৪
আগামী ভারত	অমিত বিশ্বাস	৪৫
রেলের কামরায় হঠাৎ দেখা	সৌর্পণ দাস	৪৬
ভারতের উন্নত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা	ঋতাদৃত মল্লিক	৪৭
পুরুলিয়া ভ্রমণের কথা	বৈশাখী মণ্ডল	৪৮
রহস্যময় অভিযান	অভয় মুখার্জ্জী	৪৯
বিগ ব্রাদার, ব্রেনওয়াশ ও ওয়েব ঃ সমাজমাধ্যমে আজকের ভাষা	তনিকা রায়	৫০
দা ন্যাশনাল হোটেল	মল্লিকা সর্দার	৫৩
ভূত অদ্ভুত	দোরিত্রা ভৌমিক	৫৫
My first Sea Visit	Dishan Kha	57
The Size of Universe	Sammyamoy Samadder	58
A Wonderful Jouney to Kalimpong	Ahana Mondal	59
A Ship Wrecked Island	Ayantika Bairagya	60
The King and his lost finger	Pooja Mondal	61
Power of Education	Sangbrita Das	62
Wonder Thirst for Digha	Ritisha Paul	63
Our mother 'Nature'	Shreshtha Saha	64
The Discover	Ritadrito Mallick	65
জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রভাব	বৈশাখী ব্যানার্জী	৬৬
রবীন্দ্র ভাবনায় লোকসাহিত্য	রাখী ভৌমিক	৬৮
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক আর্ট গ্যালারি ঃ অজন্তা গুহাচিত্র	বিজন কুমার চক্রবর্তী	৭০
ঐতিহাসিক বিচার	বিপুল রঞ্জন সরকার	৭২
জাতীয় সেবা প্রকল্প ঃ কর্মকান্ডের চালচিত্র	রাজেশ কুমার চ্যাটার্জ্জী	৭৬
স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদকের কলমে	সাধন মণ্ডল	৭৯
ফিরে দেখা এক বছর ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি	ড. রিপন পাল	৮৩

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ – ২০২৪

সভাপতি	ঃ	শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত
সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রী অভিজিৎ মণ্ডল
শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রী স্বপন সরকার
সদস্য (সরকারী আধিকারিক)	ঃ	এস.আই. অব স্কুলস্, চাকদহ আরবান সার্কেল
সদস্য (চিকিৎসক)	ঃ	সুপারিনটেনডেন্ট, চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী শুভেন্দু গুপ্ত
অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী অজয় কুমার সিংহ রায়
শিক্ষক প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী দেবকুমার মণ্ডল
	ঃ	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার
	ঃ	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী
শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী শংকর চ্যাটার্জী

কর্মচারী সংসদ (স্টাফ কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী সাধন মণ্ডল, সহ-শিক্ষক

শিক্ষা সংসদ (একাডেমিক কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	শ্রী পরিতোষ উকিল, শ্রীমতী পারমিতা পাল
		শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার

অর্থ উপসমিতি

সভাপতি	ঃ	শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত
সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

প্রধান শিক্ষক

১।	ডঃ রিপন পাল	-	এম.এসসি., বি.টি., পিএইচ.ডি.

সহকারী প্রধান শিক্ষক

২।	শ্রী সোমনাথ মজুমদার	-	এম.এসসি., বি.টি., সি.আই.টি.এ.

সহ শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ

৩।	শ্রী দেবকুমার মণ্ডল	-	এম.এ., বি.টি.
৪।	শ্রী নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস	-	এম.এ. (ট্রিপল), বি.টি., ডি.আই.টি.এ., এম.সি.এ.
৫।	শ্রী গোপালচন্দ্র তালুকদার	-	এম.এ., বি.এড.
৬।	শ্রী সুবীর কুমার সাহা	-	এম.এ., বি.এড.
৭।	শ্রী বিজন কুমার চক্রবর্ত্তী	-	এম.এ., বি.এড.
৮।	শ্রী রোহিত কুমার পাল	-	এম.এসসি., এম.এড., পি.জি. ডি.সি.এ
৯।	শ্রী শিব প্রসাদ বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১০।	শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১১।	শ্রী নিশীথ মণ্ডল	-	বি.এসসি., এম.পি.এড.
১২।	মহঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা	-	এম.এসসি., বি.এড.
১৩।	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড. [ইংরাজী মাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত]
১৪।	শ্রী তারক নাথ চন্দ	-	বি.এ. (অনার্স), বি.এড.
১৫।	শ্রী পরিতোষ উকিল	-	এম.এসসি., বি.এড.
১৬।	শ্রী সমীর কুণ্ডু	-	এম.এ., বি.এড.
১৭।	শ্রী কৌশিক দেবনাথ	-	এম.এ., বি.এড.
১৮।	শ্রী শম্ভুনাথ বসু	-	এম.এসসি., এম.বি.এ. ডি.আই.টি.এ., বি.এড.
১৯।	শ্রীমতী বৈশাখী ব্যানার্জী	-	এম.এ., বি.এড.
২০।	শ্রী আনন্দ মণ্ডল	-	এম.এ., বি.এড.
২১।	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড. (এন.এস.এস. প্রোগ্রাম অফিসার)
২২।	শ্রীমতী পারমিতা পাল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৩।	শ্রী পরিতোষ মণ্ডল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৪।	শ্রী চন্দন ঘোষ	-	এম.এসসি., সি.সি.এইচ.এম., সি.আই.টি.এ., বি.এড.
২৫।	শ্রী গোপাল মল্লিক	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড.
২৬।	শ্রীমতী মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী	-	এম.কম., বি.এড.
২৭।	শ্রী মিলন শর্মা	-	এম.এসসি., বি.এড.
২৮।	শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার	-	বি.এসসি. (অনার্স), এম.সি.এ., বি.এড.

২৯। শ্রীমতী মৌমুক্তা দত্ত - এম.এসসি., বি.এড.
৩০। শ্রী পরিমল জোয়ারদার - এম.এসসি., বি.এড.
৩১। ড. সৌমেন দে - এম.এসসি., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
৩২। শ্রী আশিস বৈদ্য - এম.এ., বি.এড., বি.এল.আই.এসসি.
৩৩। শ্রী সাধন মণ্ডল - এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৩৪। শ্রী অঞ্জন বিশ্বাস - এম.এ., বি.এড.
৩৫। শ্রীমতী মৌমিতা দাস - এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৩৬। শ্রীমতী শম্পা বিশ্বাস - এম.এসসি., বি.এড.
৩৭। শ্রীমতী রীনা বৈদ্য - এম.এ., বি.এড., এল.এল.বি.
৩৮। শ্রী নৃপেন মণ্ডল - এম.কম., এম.এ., বি.এড.
৩৯। শ্রী চন্দন চক্রবর্ত্তী - এম.এসসি., বি.এড., এম.সি.এ.
৪০। শূন্যপদ
৪১। শূন্যপদ
৪২। শূন্যপদ
৪৩। শূন্যপদ
৪৪। শূন্যপদ
৪৫। শূন্যপদ

পার্শ্ব শিক্ষক - শিক্ষিকা

১। শ্রীমতী চন্দনা বিশ্বাস - এম.এ., ডি.ইএল.এড.
২। শ্রীমতী মুক্তি বিশ্বাস - এম.এ., ডি.ইএল.এড.
৩। শ্রী উজ্জ্বল শীল - বি.এ. (অনার্স)., ডি.ইএল.এড.

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষক - শিক্ষিকা

১। শ্রী রবিউল মণ্ডল - (টেলিফোন ও মোবাইল সেট রিপেয়ারিং)
২। শ্রী সুদীপ সরকার - ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ('ও' লেবেল ডোয়েক)
৩। শ্রী পার্থ রায় - ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পি.ডি.সি.এ.
৪। শ্রী শিবব্রত দাস রায় - এম.এসসি., এম.বি.এ.
৫। শ্রী সঞ্জয় সূত্রধর - এম.এ.
৬। শ্রী রণজিৎ মণ্ডল - এম.এসসি.
৭। শ্রীমতী রাখী ভৌমিক - এম.এ.
৮। শ্রী সুশান্ত শর্মা - এইচ.এস., আই.টি.আই. (কার্পেন্ট্রি)
৯। শ্রীমতী মিঠু রায় - এম.এসসি.
১০। ডা. সানুজিৎ বসু - বি.এসসি., ডি.এম.এস., ডিপ্.এন.আই.এইচ, সার্টিফিকেট ইন স্পোর্টস সায়েন্স।

গ্রন্থাগারিক

১। শ্রীমতী শাশ্বতী সেন - বি.এসসি. (অনার্স), এম.লিব., এস্.সি।

আই.সি.টি. ইন্‌স্ট্রাক্টর

১। শ্রী নীলাদ্রি মণ্ডল - বি.এ., ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটর অ্যাপ্লিকেশন, স্মার্ট কম্পিউটর

সি.এল.টি.পি. ফ্যাকাল্টি

১। শ্রী সমিত মণ্ডল - বি.এ., ডি.আই.টি., এ.ডি.সি.এ.
২। শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস - বি.এ., ডি.আই.টি., এ.ডি.সি.এ.

করণিক

১। শ্রী শুভায়ন দে - এইচ. এস.
২। শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী - বি.এসসি.

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১। শ্রী কল্লোল পাল চৌধুরী - বি.কম.
২। শ্রী শুভ্র প্রকাশ সিংহরায় - এম.এ.
৩। শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জী - অষ্টম উত্তীর্ণ
৪। শূন্যপদ
৫। শূন্যপদ

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষাকর্মী

১। শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস - বি.এ.

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম-বিষয়ক উপ সমিতি

ক্রীড়া উপসমিতি

নিশীথ মণ্ডল (আহ্বায়ক)
তারকনাথ চন্দ, সাইফুদ্দিন মোল্লা, গোপাল মল্লিক,
বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু,
ড. সৌমেন দে, মিলন শর্মা।

বিদ্যালয় পত্রিকা উপসমিতি

সুবীর কুমার সাহা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, দেব কুমার মণ্ডল,
সাধন মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার,
তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি,
শাশ্বতী সেন, অঞ্জন বিশ্বাস।

শৃঙ্খলারক্ষা উপসমিতি

প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রিনা বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সইফুদ্দিন মোল্লা, কৌশিক দেবনাথ, পরিমল
জোয়ারদার, পরিতোষ উকিল, আনন্দ মণ্ডল,
পারমিতা পাল, শম্পা বিশ্বাস, শংকর চ্যাটার্জী,

বিজ্ঞান ও প্রদর্শনী উপসমিতি

মিলন শর্মা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৃষ্ণপদ সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সোমনাথ মজুমদার, বিজন কুমার চক্রবর্তী,
রোহিত কুমার পাল, শিবপ্রসাদ বিশ্বাস,
শম্ভুনাথ বসু, চন্দন ঘোষ, পরিমল জোয়াদ্দার,
পরিতোষ উকিল, ড. সৌমেন দে, পারমিতা পাল।

সংস্কৃতি বিষয়ক উপসমিতি

সাধন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
মৌমুক্তা দত্ত (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, গোপাল চন্দ্র তালুকদার,
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, সুবীর কুমার সাহা,
শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বসু,
বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মণ্ডল,
মৌমিতা দাস, শম্পা বিশ্বাস, মুক্তি বিশ্বাস,
চন্দনা বিশ্বাস, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী।

অবসরকালীন বিদায় সম্বর্ধনা বিষয়ক উপসমিতি

কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সমীর কুণ্ডু (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, শম্ভুনাথ বসু,
বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, আশিস বৈদ্য,
তারকনাথ চন্দ, গোপাল মল্লিক,
চন্দন ঘোষ, মৌমুক্তা দত্ত,
পারমিতা পাল।

পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়ন বিষয়ক উপসমিতি

গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
বিজন কুমার চক্রবর্তী, নিশীথ মণ্ডল,
তারক নাথ চন্দ, মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী,
আশিস বৈদ্য, আনন্দ মণ্ডল,
রিনা বৈদ্য, অঞ্জন বিশ্বাস,
উজ্জ্বল শীল, কল্লোল পাল চৌধুরী।

নির্মাণ কার্য সংক্রান্ত উপসমিতি

দেবকুমার মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সাধন মণ্ডল, পরিতোষ উকিল,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, নৃপেল মণ্ডল,
শুভ্র প্রকাশ সিংহ রায়।

বিশ্ব বিজ্ঞান মেধা-অন্বেষণ উপসমিতি

সমীর কুণ্ডু (আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার,
গোপাল মল্লিক, সাধন মণ্ডল, নৃপেন মণ্ডল,
শুভায়ন দে।

দ্বিপ্রাহরিক আহার সংক্রান্ত উপসমিতি

ড. রিপন পাল
সোমনাথ মজুমদার, প্রদীপ কুমার সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, মৌমিতা দাস,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, কৃষ্ণপদ সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, পারমিতা পাল।

ক্রেতা সুরক্ষা উপসমিতি

আশীষ বৈদ্য (আহ্বায়ক)
নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু।

সাইবার উপসমিতি

ড. সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
নৃপেন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রোহিত কুমার পাল, গোপাল মল্লিক,
কৃষ্ণপদ সরকার, শুভায়ন দে।

গ্রন্থাগার উপসমিতি

শাশ্বতী সেন (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
আশীষ বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, প্রদীপ কুমার সরকার,
তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি,
অঞ্জন বিশ্বাস, চন্দনা বিশ্বাস।

পুরস্কার ও বৃত্তি বিষয়ক উপসমিতি

পরিতোষ উকিল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু,
রিনা বৈদ্য, শাশ্বতী সেন।

Government of West Bengal
OFFICE OF THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS (S.E.), NADIA,
SHIKSHA BHAWAN, COLLEGE STREET,
KRISHNAGAR, NADIA. PIN-741101

MESSAGE

I feel pleasure to know that Chakdaha Ramlal Academy (H.S.) is going to publish a bilingual annual magazine (both offline and online) with joy and high inspiration.

I am fully aware of the fact that Chakdah Ramlal Academy is an age old institution in propagaition of true spirit of education in the district of Nadia as well as in and beyond the State of West Bengal.

I personally feel that publication of a school magazine is a reflection of consistent endeavour and intermingling of thoughts, views and introspection of our teachers and learners.

Practically school magazine is a pivotal component of school education for sharing voices, moral values, policies, planning , perspective, glorious contributions, social attributes, and unfoldment of imagination immensely useful to our students , teachers and guardians . It is equally true that bringing out this publication with plenty of information on academic, social and intellectual indicator needs lot of efforts to be put in efficiently.

I strongly believe that under the pioneering leadership and guidance of the present Headmaster this will create a rejuvenation in this institution especially on this core sector .

In this august occasion I congratulate the team Chakdah Ramlal Academy and tender my heartfelt wishes to our respected teachers, management, staff, students and guardians with an expectation that the exalted effort will be a pole star of sustainable support superiority and excellence towards the journey of epoch making history.

Dated, Krishnagar
11th July, 2024

District Inspector of Schools (SE), Nadia

District Inspector of Schools
Secondary Education, Nadia.

To : The Headmaster, Chakdah Ramlal Academy (HS)
P.O. – Chakdah, Dist. - Nadia

Prof. (Dr.) Chiranjib Bhattacharjee
President
West Bengal Council Of Higher Secondary Education

VIDYASAGAR BHAVAN
9/2, Block - DJ, Sector - II,
Salt Lake, Kolkata - 700 091
Phone : 2359-6526 (O)
9836402118 (M)
E-mail : president@wbchse.net
c.bhatta@gmail.com

No. 1/PR/245/2024

Date 24.06.2024

To
The Headmaster
CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY
P.O. – Chakdaha, Dist. – Nadia,
PIN – 741222, West Bengal.

I am glad to know that **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY** is going to publish an Annual Magazine.

I am aware that during this long period, the school has made significant contributions to the cause of education of the students of the locality and has produced a number of brilliant students who have distinguished themselves in their respective fields of endeavour.

On the auspicious occasion, I convey my sincere greetings and good wishes to all the Teachers, Employees, Students, Members of the Managing Committee and those who are associated with this school.

24/06/2024

Prof.(Dr.)Chiranjib Bhattacharjee
President
WBCHSE

OFFICE OF THE ASSISTANT INSPECTOR OF SCHOOLS (S.E)
Kalyani , Sub-Division ,
Suit no.-9 , 2nd Floor , D.C. Building
P.O. Kalyani , Dist. Nadia , Pin-741235
Email id-subkalyani3@gmail.com , Phone no.- 033-2582-0015

Memo: 346/KLY/SE

Date: 08.07.2024

MESSAGE

It is a great pleasure to know that Chakdah Ramlal Academy, Chakdah, Nadia, West Bengal, a century-old educational institution, is going to publish its Annual School Magazine.

I am aware of the fact that during this long journey, the School has made significant and wonderful contributions to empower young minds to shape a brighter future through education and has nurtured numerous brilliant students who have distinguished themselves in their respective fields of endeavor.

On this occasion, I want to congratulate the family of Chakdah Ramlal Academy on continuing this successful journey.

08/07/24

Assistant Inspector of Schools(SE)
Kalyani Sub-Division
Kalyani,Nadia.

From the Visitor's Book

3.2.2023

I enjoyed my visit to Chakdaha Ramlal Academy immensely. It's a privilege to talk to the young about poetry – who knows what they may do with their words one day? – and these students were exceptionally keen, I felt, to learn. Not so much to learn facts as to learn the feeling of the mind, what happens as it encounters a poem. Everyone made me feel very welcome and I thank the Academy and its headmaster for allowing me this engagement with pupils and institution – an experience I shall treasure.

Joe Winter, a British poet

It is not that this was my first visit to Chakdaha Ramlal Academy. Yet this visit was so special. The way Mr. Winter enthused the students to enoy poetry was exemplary. For me, it was once-in-a-life time experience. Encouraging creativity is the most important objective. This was precisely what Mr. Winter did. It was a great privilege to be felecitated along with Mr. Winter. I feel honoured and grateful.

Alok Biswas, Poet

From the Visitor's Book

06/12/2023

I enjoyed my visit to Ramlal Academy. This is the school where my early education got developed. Over the years I used my basic knowledge that I learned from my school teachers during 1961-1868. I applied & refined the knowledge to enhance my education. Coming back to the school & meeting with the students & teachers was a great opportunity for me. I will definitely carry a huge loving relationship with all. All my good wishes for the students and my regards for the teachers.

(SAMAR K. GUHARAY)

A scientist of international repute

(An alumnus of Chakdaha Ramlal Academy)

From the Visitor's Book

feeling honoured. ... Getting nostalgic ... The footprints is calling me back to around half a century back....
Facing teachers, as I met some of them, took me back to those half forgotten days...

Wish all the best for the students to excell in their respective fields, as they choose but expect them having feelings of being the proud student of this esteemed Institution .... 118 yrs old.

Thanks to the organisers, Management, The respected Headmaster and his team for inviting/allowing me to be a part of this august celebration.

Namaskar,

D. Chakrabarti (DIBYENDU), An alumnus of Chakdaha Ramlal Academy
01 August 2024.

স্মারক বৃত্তি

১। **শশিভূষণ তারকদাসী স্মারকবৃত্তি ঃ** ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীকে সমভাবে আর্থিক এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২। **১৯৫৮ সালের পরীক্ষার্থী, প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত, ৭,০০০ টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নবম দশম শ্রেণির নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে এককালীন বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

৩। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদ সমভাবে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৪। **প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী শংকর নাথ সরখেল দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০ হাজার টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের সমভাবে বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৫। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫০,৫০১ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে বাণিজ্য বিভাগের উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদত্ত বৃত্তি।

৬। **রাধিকা মোহন কর স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

৭। **পণ্ডিত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে সংস্কৃত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৮। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৯। **১৯৫৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫৭,০০০ (সাতান্ন হাজার) টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পুস্তক ক্রয় / শিক্ষোপকরণ ক্রয় / বার্ষিক পরীক্ষার ফি ইত্যাদি আর্থিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১০। **আয়ন্তী সরকার স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১৭,০০০ (সতের হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত গরীব ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১। **মধুসূদন মণ্ডল স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত প্রকৃত দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১২। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৩। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৪। **পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২,৫০,০০০/- (দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৫। **অসীম লাহিড়ী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত অর্থ ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নবম থেকে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

শোক সংবাদ

''চিরবিদায় হে বন্ধু, হে প্রিয়''
''যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।''

চাকদহ রামলাল একাডেমীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অমর কুমার মজুমদারের প্রয়াণে আমরা চাকদহ রামলাল একাডেমীর শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ গভীরভাবে শোকাহত। শ্রী মজুমদার বিগত ১৩ই মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রয়াত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকমাস একটি বেসরকারী (আমরি, কলকাতা) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। জীবন মরনের এই কঠিন লড়াইএ তিনি পরাজিত হন। প্রয়াত শিক্ষক শ্রী মজুমদারের জন্ম ২রা আগস্ট ১৯৫৭ সালে। তিনি চাকদহ কলেজ থেকে সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৭ই জুন ১৯৮৬ সালে তিনি চাকদহ রামলাল একাডেমীতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় তিনি যথেষ্ঠ উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে ফুলটবল খেলায় দারুন পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুস্বাস্থের অধিকারী। তাঁর সরস বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সহকর্মীরা বহুদিন মনে রাখবে। মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারে রেখেগেছেন স্ত্রী, একমাত্র কন্যা এবং একমাত্র পুত্রকে। কন্যা একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষিকা, পুত্র মার্কিন প্রবাসী। উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা চাকদহ রামলাল একাডেমীর শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সহ ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ জানাই আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে গভীর সমবেদনা।

সম্পাদকীয়

"Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature."

— The Last Leaf by O Henry

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'চাকদহ রামলাল একাডেমী'র বার্ষিক পত্রিকার ৫৪ তম সংস্করণ 'ক্রেওল' যথারীতি প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য সুকুমারমতি স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের চিন্তন ও মননশীলতায় উৎসাহিত করা, তাদের সৃষ্টি সুখের আনন্দে মাতোয়ারা করে তুলে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি রচনায় আগ্রহ সৃষ্টি করা। হয়তো আগামী দিনের বহু প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, চিন্তক, চিত্রশিল্পী এদের চিন্তা ও কল্পনার জগতে ঘুমিয়ে আছে। তাদের কলম ও তুলি যদি মৌলিক সৃষ্টিযজ্ঞে মেতে ওঠে তাহলে এই পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস অবশ্যই কিছুটা সার্থক। বর্তমান সংখ্যাটিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার মৌলিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে যাদের রচনা এই বছরের পত্রিকায় স্থান পেলো না তাদের রচনা আগামী সংখ্যায় নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। তাই নিরুৎসাহিত না হয়ে তারা তাদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম অব্যাহত রাখুক।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাকর্মীদের, যারা তাদের অমূল্য উপদেশ ও মৌলিক রচনার আলোকে পত্রিকা সমৃদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ণধারকে, যার সক্রিয় সহযোগিতায় পত্রিকা চোখের আলোয় উদ্ভাসিত হল।

ধন্যবাদান্তে

সম্পাদকমণ্ডলী

(চাকদহ রামলাল একাডেমীর পত্রিকা উপসমিতি)

গাছের একটা প্রশ্ন

দ্বীপরাজ

দ্বাদশ শ্রেণি

''যারে আঁকড়ে নিচ্ছো শ্বাস,
ক্রমে তারই চাইছো বিনাশ?
শিক্ষিত তুমি কত?
উন্নতির কি এটাই পরিচয়?
ভাবছো প্রকৃতির জায়গা দখল করে
নয়া সভ্যতা গড়া যায়?
তাদের সরিয়ে জীবন থেকে
সব হারাবে, জানো না নাকি?
ফুল, ফল, প্রাণবায়ু
কী দিতে তারা রেখেছে বাকি?
আজ দেখো সময়ের পরিহার, দূষণ চারিদিকে?
বিজ্ঞান-টিজ্ঞান না হয় বাদই দাও,
নিজের আর সবুজ প্রকতির কথা ভেবে
অন্তত এবার তো গাছ লাগাও।''
বক্তব্য রাখলাম শত মানুষের সামনে,
প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা নিয়ে অনুষ্ঠান,
ফেরার সময় অবাক হয়ে দেখি,
গাছের মধ্যে জেগে উঠেছে প্রাণ!
বললে আমায়,
''আমাদের নিয়ে ভাবছো তো বেশ।
মনে আছে কি তোমার,
বাবা মায়ের সাথে দেখা হয়েছিল কবে শেষ?''
নিস্তব্ধ তড়িৎ খেলে গেল মনটায়,
সত্যিই তো বৃক্ষ রোপনের উপদেশ দিচ্ছি ঠিকই,
তবে আমার জীবন বৃক্ষদ্বয়?
মায়াবারির অভাবে যারা শুকিয়ে রয়েছে,
বৃদ্ধাশ্রমের ওই ঘরের কোনায়।
সমাজ গড়ার শ্রমিক হয়ে
ভাঙছি নিজের হাতেই,
অভিভাবকহীন জীবনটাকে নিয়ে ভাবছি,
বিলাসবহুলতায় বেশ তো আছি এমনি করেই
যে সমাজে জনক-জননীকে,
একসাথে রাখার জায়গার অভাব,
সেই সমাজে গাছের জায়গা হবে কি?
সেদিন গাছটাকে দিতে পারলাম না সঠিক জবাব।
ভাবছি, প্রজন্মকে কি শেখাতে পারছি আমরা?
অবশ্য তাতে কারই বা কী আসে যায়!
জ্ঞানের ভাসনেই হোক সমাজের সবুজের সমৃদ্ধি,
সমাজ আচ্ছন্ন হোক পচা নর্দমার কাদায়।

চাঁদের দেশে পাড়ি

সম্পূর্ণা বিশ্বাস

পঞ্চম শ্রেণি

চন্দ্রযানে করেই এবার চাঁদের দেশে পাড়ি
ইসরো এবার গড়ল রের্কড কী হল তাই ভাবি।
চাঁদের দেশে পতাকাটি পুতলো চন্দ্রযান,
ভেবেই আমি অবাক হলাম সফল অভিযান।
চাঁদে নাকি জল পেয়েছে বিজ্ঞানীরা বলে,
আমি ভাবছি সেই জলে কী মাছ কিলবিল করে?
২৩ শে আগষ্ট সন্ধাবেলা চাঁদের বুকে হলো নামা
আমরা হলাম গর্বিত তাই সকল ভারতবাসী।

বিদায়ের সুর

শ্রীশথা সাহা

ষষ্ঠ শ্রেণি

আগমনীর সুর শেষ হলো আজ,
শুরু হলো যে বিজয়া,
কণায় কণায় দুঃখ আছে,
সুখের আশা বাঁচে সাথে
আকাশও তো কাঁদে আবার হাসে,
বুঝতে পারি রোদবৃষ্টির মাঝে।
দুর্গাপূজা শেষ হলো,
আজ সে বিজয়াদশমী
মা যে যাবেন ফিরে,
নিজের শ্বশুরবাড়ি।

নাজেহাল গরমে

অরিত্র কাবাসি

পঞ্চম শ্রেণি

মাথা ঘোরে বন বন —
ঘাম ঝরে শরীরে,
গ্রীষ্মের দাবদাহে,
কী করি, কী করি রে,

প্রাণ করে তাই তাই,
ঠাণ্ডার করি খোঁজ,
কিছুই লাগে না ভালো,
খুব তাপে মরি রোজ।

পুড়ে যায় গাছ পালা
নদী যায় শুকিয়ে!
বৃষ্টির জন্য ....
আছে সব মুখিয়ে।

বৈশাখী গরমে,
চারিদিক জ্বলছে,
শুনশান রাস্তার
কালো পিচ গলছে।

বার বার স্নান করে,
মিলে না তো স্বস্তি,
ঠাণ্ডা পানীয় গিলে,
কেউ করে মস্তি।

শীততপ যন্ত্রটা ....
চাঁদি ফাটা গরমে,
আনতেই হবে কিনে —
ইচ্ছেটা চরমে।

আয় আয় বৃষ্টি,
গরমে কী কষ্ট,
নাজেহাল সকলে,
মাথা হলো নষ্ট।

গরমের দাপটেতে
খিটখিটে তাই মন,
বাঁচাতে এ প্রাণী কুল .....
বৃষ্টিই প্রয়োজন।

ভারতীয় বীর

পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার

বর্তমান ছাত্র

মোরা যাদের কাছে রয়ে গেছি ঋণী,
তারা যে আমাদের ভারতীয় সেনা বাহিনী,
দেশ রক্ষায় তারা অষ্টপ্রহর জাগ্রত,
তাই, ভয়হীন, বেঁচে আছি মোরা কোটি শত শত,

মানুষ যখন রাত্রিতে নিদ্রামগ্ন,
সেই সময় বীরেরা যুদ্ধে যে মগ্ন,
আকাশ থেকে শুরু করে জল ও স্থল,
ভারতীয় বীরেরা সবেতেই সচল,
তোমরা শত্রুর বুকে ছুড়ে দাও তির,
মোদের রক্ষা করিতে, হে ভারতীয় বীর।

আমি যদি হতাম একটি পাখি

স্বস্তিক বিশ্বাস

পঞ্চম শ্রেণি

আমি যদি হতাম একটি পাখি
ঘরে বসে থাকতাম আমি নাকি।
উড়ে বেড়াতাম যেদিক খুশি চাই
ইচ্ছে করে, সারাদিন উড়ে বেড়াই।

ইচ্ছে করে, চলে যাই দেশ ভ্রমণে
ইচ্ছে করে, যাই চলে যাই, ভিন রাজ্যের পানে,
ইচ্ছে, করে, পেতাম যদি, দুইটি মাত্র ডানা
ভুলে যেতাম, সব খানা পিনা।

এমন সময়ে হঠাৎ, আমার ঘুম ভেঙে যেতেই
দেখি, আমি, শুয়ে আছি বিছানাতেই।

গরম

সত্যব্রত অধিকারী

নবম শ্রেণি

রবি কাকা
আর দিওনা দেখা,
তোমার তেজে
যাচ্ছি ভেজে,
তোমার কেন এত রাগ,
গাছে ফুটছেনা পরাগ।
মেঘকে সম্মুখে রেখে,
তুমি যাওনা চলে।
দিচ্ছ খুব গরম!
তোমার নেই কী কোনো শরম?
চাঁদকে তুলে
তুমি যাওনা ঘুরতে,
আমাদের দাওনা একটু বাঁচতে।
কারণ,
খুব গরম! গরম! গরম!

ছোট্ট একটি ছেলের আশা

সাগ্নিক পাল
ষষ্ঠ শ্রেণি

আমার ছোট্ট একটি মাথায়
কবিতার লাইন ভেসে আসে খাতায়,
অনেক কিছু লেখার কথা ভেবে
পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো সব আসে ভেসে,
জানিনা কবিতার যে লাইন এসেছে মাথায়,
ছাপা হবে কিনা ম্যাগাজিনের খাতায়।
এই ছোটো ছেলেটির কবিতা লেখা
ম্যাগাজিনে ছাপার আশা,
সকলে কবিতা পড়ে দেবে
ছোট ছেলেটিকে ভালোবাসা।
হয়তো জায়গা পেল না এই ছোট্ট
ছেলেটির লেখা ম্যাগাজিনে,
ছোট্ট ছেলেটির ভাষা সুপ্ত রয়ে গেল
কবিতার লাইনে।
আবার লিখবে কবিতার ছন্দ,
যদি না করা হয় এ ছোট্ট ছেলেটিকে
কবিতা লেখা বন্ধ।

জননীর প্রতি

চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি

নিজ হাতে তোমায় দিয়াছি বিদায়,
ওগো মোর জননী।
রেখেছি যতনে পদচিহ্ন মনেরই অন্দরে।
ছিঁড়ে গেছে মোর জীবনের তার,
সাজানো বাগান পড়ে আছে আজ
চলে গেলে তুমি চুপিসারে
বিদায় বেলায় ডাকিলেনা মোরে
কী অভিমান ছিল তব মনে?
তোমার শূন্যতা হবে না পূরণ
এই বসন্তের অবেলায়।
তোমারই বিয়োগে শতক্ষত হৃদয়ে,
কে লাগাবে স্নেহের পরশ এই অভাগীরে?
যেখানেই থাকো ভালো থেকো,
দিও গো আশিষ এই হতভাগীরে।

"He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak."

— M.D. Montaigne

"In youth we learn, in old age we understand."

— Anonymous

বাতাস আমার

অন্বেষা মৈত্র
সপ্তম শ্রেণি

বাতাস আমার, বাতাস তোমার
বাতাসই আমার প্রাণ —
বাতাসেই সব জুড়ে আছে —
নিঃশ্বাস রেখার ঘ্রাণ।
বাতাস বইছে নিজের দেশে —
নিজের ঠিকানায়,
বাতাস বইছে মেঘলা দিনের,
মেঘলা বিছানায়।
তাই দেখে আজ নাচছি মোরা
গানের ছন্দে ছন্দে।
হঠাৎ হঠাৎ মন কাঁপে মোর
কালবোশেখীর দ্বন্দ্বে।
বিকেলবেলায় খেলি মোরা,
ওই যে দূরের গাঁয়ে।
আজ এসেছে কালবোশেখী,
বাতাসের পায়ে পায়ে।

যখন আমি আকাশ দেখি

অদ্রিজা বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি

যখন আমি আকাশ দেখি চোখ খুলে,
তখন যেন মনে হয় —
কত পাখি ভেসে চলেছে
নীল সমুদ্দুরে,
কত রঙের মাছ চলেছে
যেন সেই দ্বীপে —
আর যেন মনে হয়,
কত ছোট - ছোট পাখি
গান করে চলেছে
সেই গাছের ডালে বসে।
যেন গাছের পাতায় কিরণ লেগে
জ্বলে ওঠে দীপ,
দিনের শুরুতে
শেষ হলো আমার এই গীত।

"The most fruitful and natural exercise of our mind, in my opinion, is discussion."

— M.D. Montaigne

ছুটি

দীপায়ণ মণ্ডল
ষষ্ঠ শ্রেণি

আজ আমার ছুটি নেবার পালা
কেন জানি? মনে বাজছে এক অতুল বেহালা
বেহালার সুরে সুরে, অকূল বেলাহারে
ভালোবাসা তো অনেক পেলাম
কেবল স্মৃতিগুলি দিয়ে গেলাম
আমার স্মৃতির অঙ্গুলায়
নেমে যায় স্মৃতির স্বরতলায়
দেখলে আমার দেহ, তবে অন্তরেতে স্নেহ
স্নেহের মাঝে মুক্ত আমি
আমি হলাম দেশপ্রেমী

ভারতবর্ষ!
এবার আমার ছুটি নেবার পালা
সর্বসময় তোমার জন্য, আমার হাতে আছে মালা
ভারতবর্ষ! এবার আমার ছুটি নেবার পালা।

সাথী

সায়ন সরকার
অষ্টম শ্রেণি

জীবনের গানটা তুমি গাইবে
ছোট্ট আজ এই সকালবেলা
যখন দুপুর হবে,
রোদের তাপ আর ঘামে ভেজা দেহ
শুধু কর্ম হবে সাথী।
তাইতো শিখতে হবে লেখা-পড়া
যা নিয়ে ফুটবে মুখের হাসি,
বিকেল বেলার রোদ কিছু নয়
ক্লান্ত আমার বুকটা ভারী
তাই ধরো আজ মুষ্টি হাতে
শপথ নিয়ে মনের মাঝে
লাঠি হবে একাই —
আঁধার রাতের সাথী।

''যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না।''

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মাতৃভাষা এবং সাহিত্য'

"An useless life is only an early death."

— J.W. Von Gothe

রবীন্দ্রনাথ

ইদিতা মজুমদার
পঞ্চম শ্রেণি

শুনেছি তোমার অমর কবিতা,
দেখেছি তোমারি নাটক
দেখছে সারা ভারতবাসী —
দিল্লী থেকে কটক।

শুনেছি তোমারি মধুর গান
গেয়েছি তোমারি সুরে
শুনছে সারা বিশ্ববাসী
দূর হতে আরো দূরে।

ক্ষণে ক্ষণে শুধু পূজি তোমারে
গুঞ্জনে গাই তোমারি গান
'বাদল বাউল' গানটি শুনলে
জেগে ওঠে মোর হৃদয়ের গান।

'আমরা সবাই রাজা' গানটি শুনে
স্বদেশী প্রেরণা পেলাম
একটাই কথা বলার আছে শুধু
কবিগুরু তোমারে সেলাম।

ফুটবোতল

সুমিত দেবনাথ
নবম শ্রেণি

এক যে ছিল ক্লাস
সে ক্লাসে দুষ্টমি বারোমাস
ঘরের কোণে পড়ে থাকত এক বোতল,
তা নিয়েই খেলা হতো
জাস্ট লাইক টিভির মতন স্কিল কী!

যে পারতনা, সেও ঘোরাতো পা
বোতলটিকে চিপকে দিলে,
খেলা আর হতো না।

খেলা হতো, গোল হতো
হতো পেনালটি,
খেলার শেষে ক্লাসের কোণে
পড়ে থাকত সেই
ফুটবোতলের বোতলটি।

"A GREAT WRITER IS THE FRIEND AND BENEFACTOR OF HIS READERS."

— T. B. Macaulay

বিলের ডায়েরি

অহন সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি

আমারো তো জন্ম মাগো ১২ই জানুয়ারী,
আমিও তো বিলের মতোই ভাষণ দিতে পারি।
তবে কেন চাও না গো মা
বিলের মতো হই,
কেন শুধু পড়তে বলো
সিলেবাসের বই।
কেন আমার বিলের মতো খেলাধূলায় মানা
মানুষ হওয়ার মানে শুধু কম্পিউটার জানা!
আমার কেন হতে হবে বিশাল বড়লোক
তোমরা কেন চাও না গো মা
খোকা শুধু মানুষ হোক।
বিলগ্রেডসের তুলনা দাও
বিলের কেন নেই
সবার মতো তোমাদের কী গরীব হওয়ার ভয়।
মাইনে দিয়ে কিনছো তো মা সফলতার শিক্ষা,
বলতে পারো কোথায় পাব মানুষ হবার দীক্ষা।
আমার হিরো বিলগ্রেডস নয় আমার হিরো বিলে,
আমার ভেতর বাড়ছে নতুন
বিবেক তিলে তিলে।
তোমরা যারা ছুটবে ছোটো
ধরতে টাকার ফানুষ।
তোমরা বড়োলোক হইও
আর আমি না হয় হব মানুষ।

মাতৃভাষা

শৌর্য্য বিশ্বাস
ষষ্ঠ শ্রেণি

মায়ের ভাষা কেড়ে নেবে তা কি কভু হয়
ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখ ভুলে যাবার নয়।
বিদেশিরা করলো হুকুম বাংলা ছেড়ে দাও
উর্দুকে মাতৃভাষা সবে মেনে নাও।
১৯৫২ সালের রক্ত দিলাম, ভাষা ছাড়লাম না
বীর সন্তান জন্ম দিয়ে ধন্য হলো মা।
রফিক, সফিক, বরকত, সালাম দিয়ে নিজের জীবন
বিশ্ব মাঝে রেখে গেল মাতৃভাষার মান।
ঢাকার বুকে গড়লো সবাই নতুন ইতিহাস
বাংলা হবে রাষ্ট্র ভাষা আইন হলো পাশ।
পুব গগনে, উঠলো রবি রক্ত মেখে গায়
আমার ভাইয়ের আত্মত্যাগ, তাকি ভুলা যায়?

মুখোশ

নেহা দাস

নবম শ্রেণি

আমরা মানুষ আর মানুষের সবচেয়ে বড়ো রোগ হলো 'লোকে কী বলবে'?

আমরা নিজেদের পছন্দমতো জামাকাপড় পরতে বা সাজগোজ করতেও
দ্বিধাবোধ করি, পাছে লোকে কী বলবে? নিজেদের পছন্দমতো খাবার

খেতেও ভয় করি, যদি মোটা হয়ে যাই? তখন লোকে কী বলবে?

নিজের সমস্যা বা অসুবিধার কথা গুলোও চেপে যাই,
না - জানি শুনলে লোকে কী বলবে?

আমার গানের গলাটা আমার বেশ ভালোই লাগে
তাও আনমনে গান গাইতে পারি না। যদি লোকের শুনে খারাপ লাগে?

ডাল ভাত আর আলুসেদ্ধর মতো শান্তি
আমি আর কোনো খাবারেই পাই না।

তাই বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনেরা জিজ্ঞাসা করলে,
বিরিয়ানি বা অন্য কোনো চাইনিজ অথবা কন্টিনেন্টাল খাবারের কথাই বলে ফেলি,
আসল কথা শুনলে না জানি ওরা কী ভাববে?

সারাদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ,
এসবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটালেও,
ফোন থেকে নামি দামী ইংরাজী গল্পের নাম দেখে রাখি, ওসব পড়া
মডার্ণ বন্ধুরা যখন জিজ্ঞেস করবে, ''তোর ফেভারিট স্টোরি কী?''
এসব বলতে পারি না! না - জানি ওরা কী ভাববে?

অনেক তো হলো, নিজের ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দগুলোকে দমিয়ে
রেখে, লোকের ইচ্ছার দিকে নজর দেওয়া, লোকে কী ভাববে
সেদিকে নজর দেওয়া
লোকের ভাবনার পিছনে ছুটতে ছুটতে, কবে যেন আসল নিজেদেরকেই আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

দম আটকানো, লোক দেখানো এই মুখোশটাকে টিনে ছিঁড়ে ফেলে এবার না হয় নিজের মতোই বাঁচতে শিখি।

মেয়ে মানুষ

শ্রীজা ভক্ত
পঞ্চম শ্রেণি

সেদিন নদীর সাথে দেখা —
বলেলো সখা, শোনো তবে বলি
ছোট্ট একটা কলি
ছুটে চলি সাগর পানে, সাগর টানে ভাই —
আমার কী দোষ?
আমি মেয়ে মানুষ তাই?
মেঘেরা সব দেয় উঁকি, দেব ফাঁকি?
পারি কই, বলে সই
লজ্জা কেন এত? তোমায় ছুঁতে চাই —
আমার কী দোষ?
আমি মেয়ে মানুষ তাই?
দুকূল শুধু করে গল্প, অল্প স্বল্প —
ভাষা ছলাৎছল কী করি বলো?
ওরা আমায় ধরে রাখে কথার পাঁকে
লজ্জায় মরে যাই —
করার কিছু নেই আমার
আমি মেয়ে মানুষ তাই,
কাটে সাঁতার, পুরুষেরা নির্লজ্জ তারা
বারণ শোনে কার?
নাকি ডুব সাঁতারে মনটা ভরে
কোথায় মুখ লুকাই
তাই মুখ পুড়িয়ে কুল হারিয়ে
দিন যে কাটাই
আমি মেয়ে মানুষ তাই।
নদীর কথায় কান দিত না,
মানে নেই কো কোনো
শুনলে বিচার? এটাই আচার বলিহারি যাই
আমার জন্য বিচার ধন্য আমি মেয়ে মানুষ তাই।

প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়া

মাহী বাছার

প্রায়, সকালের নাস্তা
হয় রুটি, ম্যাগ বা পাস্ত
দুধ খেতে লাগেনা ভালো
মায়ের মুখ রেগে হয়ে যায় কালো।

তারপর বলি কী আর
মিডডে-মিলের অত্যাচার,
খেতেই হবে মিডডে-মিল
থাকে তাতে, ডাল, সোয়াবিন ও ডিম।
হলো যেমনি বিকেল,
শুরু হলো পেটে ইঁদুরের খেল
চা-বিস্কুটে ভরে না মন
চাই তখন চাউমিন বা এগরোল।

এবার হলো রাত
মা বানালো রুটি, তরকারি ও ভাত,
আজকের খাওয়া-দাওয়া শেষ
কালকের দিনটা হয় যেন বেশ।

"The age of the centuries
is the youth of the world."

— Francis Bacon

কাব্যের ভূত

অংশুমান বিশ্বাস
নবম শ্রেণি

কাব্যের ভূত ভেরি ডেঞ্জারাস
বাঘা বাঘা লোক ও কাবু,
জলজ্যান্ত এক্সাম্পল
প্রতিবেশী চাঁদুবাবু।

ছিটে-ফোঁটা রসও ছিল না মনে
কাব্যের মোহ বোঝার,
জগতে নাকি আর কেউ নেই
কবিদের থেকে বেকার।

রবি, নজরুল, জীবনানন্দের ছবি
রাখতে দিতনা ঘরে,
ক্যারেকটারলেস বোগারেসাই নাকি
কাব্যের প্রেমে পড়ে!

দিন কাটছিল এভাবেই, হঠাৎ
বিনা মেঘে বজ্রপাত,
ব্রেন ফিভারের শিকার হয়ে
চাঁদুবাবু কুপোকাত।

দেড় মাস ধরে কোমায় থেকে
বাড়ি ফিরলেন যখন,
সবার অজান্তেই ঘটে গেল সেই
বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

সেই রাতেই দাম্পত্য কলহের
বাজল যখন দামামা,
চেঁচিয়ে উঠলেন চাঁদুবাবু,
হয়ে উঠে অগ্নিশর্মা —

‘‘ভগবান তোমার ঘটে কি দেননি
নূন্যতম জ্ঞানবুদ্ধি?
ঘরমোছার জন্য কোন আক্কেলে
বেছে নিলে আমার লুঙ্গি?

রাঁধতে গিয়ে খাবার পোড়াও
ইস্ত্রির বেলায় জামা,
কোথায় যায় শুনি, মানিব্যাগ থেকে
প্রতিদিন আশি টাকা?

এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল
করছো তুমি সংসার,
চা করার সময় মনে থাকে না
আছে আমার হাই সুগার?’’

বাড়ির লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী
সকলেরই মুখ হাঁ,
চাঁদুর কথায় ছন্দের জাদু
কী ভূতুড়ে ঘটনা!

ভূতের মুখে রাম নাম শুনে
ভাবল সবাই তখন,
চাঁদুবাবু নির্ঘাত হয়ে গেছেন
আস্ত বদ্ধ পাগল।

অনেক চেক-আপ করার পরে
বললেন ডাক্তার সাহা,
‘‘কাব্যের ভূত ঢুকেছে দেহে
মিলবে না সুরাহা।’’

তারপর থেকে যা-ই বলতে যান,
ছন্দ মিলে যায়,
কার সাধ্যি কবি হওয়া থেকে
তাকে এখন আটকায়!

আমি প্রকৃতি বলছি

দ্বীপান্বিতা ঘোষ

পঞ্চম শ্রেণি

আমি প্রকৃতি বলছি,
আমার আর্তনাদ কি শুনতে পাও তোমরা?
আমি দুঃখে আছি, কষ্টে আছি,
একবারও কী জানতে চাও,
কী আমার যন্ত্রণা?
ও হে মানব জাতি!
কেন এত নিষ্ঠুর হলে?
আমি যে আমার সবকিছু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি তোমায়,
আমার বুকে ঠাঁই দিয়েছি,
দিয়েছি আহার।
তবু তুমি আমায় করো কেন প্রহার?
প্রখর রোদে যখন ক্লান্ত হও
গাছ তলে বসে বিশ্রাম লও।
ক্ষুধা পেটে তুমি মোর দেওয়া ফল খাও
শ্বাস নিতে অক্সিজেন আমার কাছেই পাও।
তবু তুমি গাছ কাটো,
অকৃতজ্ঞের মতো।
ওহে মানব, মস্ত মস্ত ফ্লাট বাড়ি সবই থাকবে পড়ে।
লুপ্ত হবে বোকা সভ্য জাতি!

দিয়েছে নদী জলসম্ভার
জল ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ব্যাপার।
কলকারখানা, চাষবাস সবেতেই জল প্রয়োজন
পানীয় হিসাবে জল করে তেষ্টা নিবারণ।
ওহে সভ্য জাতি, জলরাশি মাঝে কেনো ফেলো
বর্জ্য পদার্থ?
কেনো দূষিত করো জল? কেনো ডেকে আনো
রোগ ব্যাধি?

আমি প্রকৃতি বলছি,
আমার অন্তরের রক্ত ক্ষরণ কেউ দেখে না,
কেউ বোঝে না, আমি একটু একটু করে দুর্বল
হয়ে পড়ছি।
ওহে উন্নত মানব জাতি, তোমাদের কলকারখানার
বিষাক্ত ধোঁয়া
আমায় তিলে তিলে মারছে,
আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ।
এখনও সময় আছে, সজাগ হও
যদি বাঁচতে চাও - তবে প্রাকৃতিক সম্পদ "বাঁচাও"।
প্রকৃতিকে তুষ্ট করো।
কৃতজ্ঞতা জানাও।

বৃক্ষরোপন করে প্রকৃতিকে উপহার দাও।
মনে রেখো, প্রকৃতিকে তুমি যা দেবে
প্রকৃতি তা তোমাকে শতগুণে ফিরিয়ে দেবে!

हिन्दी भाषा

सुस्मिता बसु,
(शिक्षिका)

हिन्दी हमारी आन है, हिन्दी हमारी शान ही,
हिन्दी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है,
हिन्दी हमारी वर्तनी, हिन्दी हमारा व्यकरण,
हिन्दी हामारी संस्कृति, हिन्दी हमारा आचरण,
हिन्दी हामारी वेदना, हिन्दी हमारा गान है,
हिन्दी हामारी आत्मा है, भावना का साज है,
हिन्दी हामारे देश की हर तोतली आवाज है,
हिन्दी हामारी आस्मिता, हिन्दी हमारा मान है,
हिन्दी निराला, प्रेमचंद की लेखनी का गान है,
हिन्दी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुर संगीत है,
हिन्दी में तुलसी, सूर, मीरा जायसी की तान है,
चब तक गगन में चाँद, सुरज की लगी बिदी रहै,
तब तक वतन की शब्ट्र भाषा ये अमर हिन्दी रहे,
हिन्दी हमारा शब्द, स्बर व्यंचन आमिट पद्चान है,
हिन्दी हामारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है।

"Most of the luxuries and many of the so-called comforts of life are not only indispensable, but also positive hindrances to the elevation of mankind."

— H. D. Thoreau

The Sea

Sarthak Bhakta

Class - VI

Far far away,
about is sailing
On the sea
that is beneath.

Up in the sky
clouds are floating.
Slowly the Sun comes down
From the sky to the ground.
As the Sun goes down,
the sea seems to rise up.

Winter

Kriti Basu

Class - VI

Winter, Winter, Winter!
When will you come?
Come and Cool us
We all are waiting for you in summer
Winter, Winter, Winter!
Please come very soon.

Winter, Winter, Winter!
When you are with us, we all are happy.
But when you leave us, we all are sad.
Winter, Winter, Winter!
Come, Come, Come!

Their Saviour

Shinjan Benerjee

Class - VII

Kunal dwelled in a remote village,
where he lived from young age.

The beauty of village-sight, the brightness of sunlight,
Found the poor boys best.

Against their hunger, they fought
And days the days, they fasted.
They thought this is their life
But one came there to keep hands on their chat.

Mr. Kunal was the man of kindness
He realised and tried to find,
What to do far the change of their mind.

One day came, when Kunal became
The man who brought happiness to them,
Slowly, mircle of vanishing their hunger,
Considered the man to be stranger,
Shame!

Depression

Bhubon Saha
Class - IX

Trapped in a beehive,
Within the cell;
Where bees bite;
And God supports it.
Take a huge weight of honey,
Flying like a kite.

Like an imprisoned bird;
Want to fly.
That cannot be tolerated;
By the bee-hive.
All my chance;
The queen bee takes.

Queen bee does not give no chance;
For the worker bee;
Like the male bee's chance;
Who are privileged but lazy
Like the first and;
Second estate of France.

Working hard;
Want to be;
Like the male bee,
Breaking the huge barrier of the queen bee.
Fail with the spread of hand;
And fall on knee.

It is the Earth;
In front of the beehive;
Which is polluted by;
The family of beehive.
Among that beehive;
It heaves shy.

Noise pollution;
By the beehive,
Hurts the earth;
Wants to take out;
The soil pollution from;
The North pole of the Earth.

The water flows
From North America;
And Asia.
Earth tries to hold;
Its own mind hard;
By a weak rope.

For hiding its sadness,
Gives a hard smile;
In front of the beehive,
It is pain;
Of damage;
By a sharp knife.

Not for the Earth only;
Same thing happens,
With all the planets of the solar system,
For its own characteristic;
In the bee-hive.
All try to break the system.

Thank You Nature

Patatri Rudra
Class - VI

We must thank the Mother Nature with great care,
She is the one who gives us water, light and air.
The greenest trees, the bluest oceans,
Together make the healing potions.
With the bright smile of dawn,
Deers eat grass with their fawn.
Flowers bloom in the trees,
To attract the small buzzing bees.
With the sun's first ray,
lightens a new day.
So, we must thank the goddess nature;
She is the one to decide our future.

Wandering Soul

Tithi Dutta
Class - IX

In the depths of my heart, a void grows
A depth of desire, nobody knows.
The echos of love, once so bright,
Now fade into silent night.

Memories of childhood relieve my soul,
Reminding me of a love, I can't have anymore.
As I wade through life's unforgiving stream,
Tears fall like a constant pour.

I wander through life, a mere shell,
Trapped in a world where shadows dwell.
The colours of joy, now black and white,
As I search for a glimmer of hope in the night.

''আমার দিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চেষ্টা বিনা তাহারদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই।''

— অক্ষয়কুমার দত্ত, 'মানুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়'

The Wonderful Valley

Trina Bhattacharjee
Teacher

The fluffy white clouds;
Beyond the streams;
With an air of delight;
That gleams upon my sight.

I gaze and I behold,
With millions to unfold.
On this silent valley,
Far from the madding crowd.

O! vacant land .....
I can enjoy the air you breathe
With all my heart
That lies beneath.

"Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people."

— Anonymous

"Poverty wants some things, luxury many, avarice all things."

— Abraham Cowley

জানো না তো তা!

অঞ্জন বিশ্বাস

(শিক্ষক, বাংলা বিভাগ)

যদি পেরিয়ে যাওয়া সময়টাকে
ফিরিয়ে এনে দাঁড় করাতাম তোমার কাছে!
তবুও কি বলতে হেসে ওসব কথা মিছে?
জানো না তো তা;
কারোর কাছে শুধিয়ে নিও,
কী ছিল এই ধ্বংসাবশেষ পিছে।

ইতিহাসও তো কেউবা লেখে;
লিখতে গিয়ে বাদ পড়ে যায় অনেক কিছু
অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ
কফিনতলে কান্না থামে
মমির মতো ঘুমিয়ে আছে অনেক শিশু।
উদ্ভ্রান্ত অগ্নিযুগের মত্ত পাগলপারা
শৈবালদাম ভাসিয়ে দিয়ে খরস্রোতায় পূর্ণ বহর
বয়ে চলে রক্ত নদীর ধারা।
স্বৈরাচারীর দাঁতকপাটি অট্টহাসে গিলোটিনে
'একাত্তরের' পোটলা বয়ে হাঁটছি দেখো প্রতিদিনে।
জহরব্রতের নীলকণ্ঠ
দ্বীপান্তরের কালাপানি,
অন্ধকূপের বন্ধদ্বারে
মুক্তি পথের হাতছানি,
তবুও কি বলবে হেসে ওসব কথা মিছে?
জানো না তো তা;
মায়ের কাছে শুধিয়ে নিও,
কী ছিল এই ধ্বংসাবশেষ পিছে।
ইতিহাস তো কেউবা লেখে;
লিখতে গিয়ে বাদ পড়ে যায় হাজার কথা,
হয়তো কোনো 'রূপাইয়ের' নীরব কাব্যগাঁথা
কবর পরে শুয়ে আছে জড়িয়ে 'নকশিকাঁথা'।
হয়তো কোনো যুবতীর গোপনভরা ব্যথা,
অতলতলে তলিয়ে গেছে অশ্রুভেজা কথা।
অপেক্ষারাও হার মেনেছে শেষে,
কুয়াশামাখা মুখে
ঘুমন্তরা উঠবে জেগে
উদয়ের পথে নবজাতকের বেশে।
তবুও কি বলবে হেসে ওসব কথা মিছে?
জানো না তো তা;
মাসির কাছে শুধিয়ে নিও,
কী ছিল এই ধ্বংসাবশেষ পিছে।

''যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না।''

— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুন্দর'

অপেক্ষা

দেবকুমার মণ্ডল
শিক্ষক

বসে আছি হল ঘরে
অধীর আগ্রহে, শুধু অপেক্ষা
চারিপাশে গ্রীষ্মের রং মাখা ছায়া
গুঞ্জন অতি ঘোর।
একের পিঠে দুই
এই ভাবেই ভরে গেছে ঘর,
কেউ না শোনে কাউকে সঠিক
শো-অফ করাটাই নেশা।
সবেতো শুরু, বকি এখনও
অনেকটা পথ খুঁজে পেতে
গন্তব্য সঠিক। চলতেই হবে,
পেতেই হবে নতুন ঠিকানা।
উদ্ভাসিত করতে আত্ম ছটা।
ওঠো হে, ছুটে চল
পেতে হবে নতুন আলোর দিশা
ভয় নেই আছি সাথে
চলার পথকে মসৃণ
ঝকঝকে আলোকময় করতে।
রাজি আছি থাকবো সাথে
ভিসুভিয়াসের জঠর থেকে
বা সাইবেরিয়ার গর্ভ চিড়ে
ছিনিয়ে আনতে সাত রাজার ধন।
রাজি আছি অপেক্ষায়,
শেষ শিখরে আরোহণ করা পর্যন্ত।
এই অপেক্ষাতেই আনন্দ।
রাজি আছি যুদ্ধের
পরের যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষাতে।

অদৃশ্যে আত্মা ও পরমাত্মা

অঞ্জয় কুমার শাসমল
(চাকদহ রামলাল একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাক্তন কার্য নির্বাহ সমিতির সভাপতি)

জীবনের শেষ প্রান্তে আমরা সবাই বলি —
মনটা তো ভালো নয় — আর শরীরটাও।
কিন্তু প্রশ্ন করি তোমায় —
মনই বা কী? আর শরীর বা কী?
উত্তর খুঁজেছি কি আমরা?
যদি আমি বলি — শরীরটা আর কিছুই না —
ক্ষিতি, অব্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এর মিলন।
যেমন — চুন, খয়ের, দোক্তা, সুপারীর মিলনে হয় পান।
আর যদি প্রশ্ন কর — মনই বা কী?
শরীর সৃষ্টি হলেই আসে মন —
যেমনটা তৈরী হয় পান।
'মন' তো অদৃশ্যরূপ!
যেমন পানের মধ্যে থাকে লাল রঙ।
'মন' শরীরে থাকবেই থাকবে।
মনের আর এক নাম আত্মা —
যা দেহের মৃত্যুর পর চলে যায় পরমাত্মায়।
আগুনের স্পর্শে বিলীন হয়ে যায় শরীর।
কিন্তু আত্মা থাকে অমলিন।
রূপ খুঁজে পঞ্চভূতের —
যার সমন্বয়ে হয় — এই দেহের,
কর্মের ফলভোগ তো করতেই হবে।
তাই তো নিতে হবে পুনর্জন্ম।
চিন্তা কর না তুমি!
রূপ - রস - গন্ধ ছেড়ে চলে যাব তুমি ও আমি।

যাব সবাই!
থাকবে শুধু স্মৃতি।
অক্ষয় -অমর হবে শুধু মৃত্যু
মৃত্যুই জীবনের শেষ।

শেষ সুর

শংকর নাথ সরখেল

প্রাক্তন শিক্ষক, চাকদহ রামলাল একাডেমী

আমি পূরবী
বিষন্ন সন্ধ্যার রাগিণী
পুরাতন বছরের শেষ সুর।
তুমি আমায় চিনতে পারছো না — বিভাস?
আমি তোমায় চিনি —
নবারুণরাগে তোমার সুর শুনেছি
নতুন বছরের আগমণী-বার্তা নিয়ে
তুমি আসবে এক নতুন সকালে;
আর পাঁচটা সকালের মতন নয়,
একটু অন্যরকম।
সেদিনও সকালে থাকবে নতুন বৈশাখের
নতুন বঙ্গাব্দের
চেনা সূর্যের নতুন আলোকরশ্মিপাত।
জানো বিভাস,
আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ে।
পথ চলতে চলতে আজ আমি ক্লান্ত,
আর চলতে পরারছি না, সময় ফুরিয়ে আসছে।
তোমার কথা মনে পড়তেই রোমাঞ্চ জাগে,
জানতে ইচ্ছে করে তোমাকে।
জানো, আমার চারপাশে শুধু অন্ধকার,
আশা নেই, বিশ্বাস নেই, সংকল্প নেই,
ভরসা রাখার মতো জায়গা নেই,
নেই কোন আলোর ঠিকানা।
সংকীর্ণ স্বার্থের বৃত্তের মধ্যে
অবিরাম ঘুরে চলেছি জীর্ণ যন্ত্রের মতন।
জীবনধারনের নিয়ম-কানুন জানি,
কিন্তু বাঁচার মন্ত্র ভুলে গেছি।
জানো বিভাস,
আমি দেখেছি
বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার মন্বন্তর,
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আর বঙ্গ বিভাগ।
আঘাতে আঘাতে আমি বিপন্ন,
তচনচ হয়ে গেছে আমার মূল্যবোধ।
অন্তরের বিশ্বাস আর ভালোবাসার ফল্গু স্রোত
শুকিয়ে গেছে হৃদয়হীনতার উত্তাপে।
জানো, আমি শিখেছি চালাকি,
শিখেছি চোরাপথে হাঁটতে।
নির্মম স্বার্থপরতার চোরাবালিতে
আমার মনুষ্যত্ব একটু একটু করে তলিয়ে গেছে।
আমি নিছক গলার জোরে
আগাগোড়া মিথ্যাকে
প্রমাণিত করতে চেয়েছি সত্য বলে।
শিখেছি বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য আনতে,
শিখেছি আকাশ-কাঁপানো কোলাহল করতে,
সচল জিনিসকে অচল করতে
আর গড়ার বদলে ভাঙতে।

জানো বিভাস,
আমি তোমাকে ভালোবাসি;
তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে
আমার কোন কুণ্ঠা নেই, দ্বিধা নেই।
জানি, আমার কথা তোমার মনে পড়বে না,
জানি, কোনদিনই তোমার মন পাবো না —
তবু জেনে যাও, আমি মিথ্যা নই।
সারা জীবন সত্যকে খুঁজেছি,
খুঁজেছি শিবকে, খুঁজেছি সুন্দরকে।
নতুন আশা, নতুন উদ্যম
আর জয়ের নেশায় —
সময়ের সাথে শুধু পথ চলেছি।
আমার লেখা, আমার গানখানি
জানি, অনাদরে ছিঁড়ে ফেলবে আস্তকুঁড়ে,
তবুও জেনো, আমি এক ইতিহাস।
জানো বিভাস,
আমি যা পারিনি দিতে
ভরে দিয়ো তা সঙ্গীতে।
আমার বীণা তোমায় দিলাম
সুর আলো মধুর ঝংকারে।
তোমার নীল আকাশে —
পাখিরা মেলুক ডানা,
গাছের পাতায় পাতায়
হিল্লোল খেলুক্ মুক্ত বাতাসে।

মা আসছেন

সাগ্নিক মণ্ডল
বর্তমান ছাত্র

শরৎকালে, আকাশ দিগন্ত পানে চোখ রেখে
যদি হও কবি ছড়াও ছন্দের বুলি;
দুগ্গা মা আসছে বলে মাঠ ঢেকেছে কাশে,
আগমনীর সুর শুনতে পাচ্ছি
আকাশে বাতাসে বেতারের রেশে।
চারিদিকে নানা ফুলে ফুলে দিয়েছে সুবাস
মা এসেছেন বাপের বাড়ী, কাটিয়ে বারোমাস।।

দুগ্গা মা এলো বলে সেজেছে মণ্ডপ,
ভেসে আসছে সংগীত,
সত্যি কথা, তার বেশিরভাগই আধুনিক গীত।
চলে যাক সব পুরনো রাগ - অভিমান
হাসি - খুশিতে কাটুক এই কটা দিন।।
আনন্দে থেকো বন্ধুরা সব, খুলে রেখ চোখ-কান
ফুল-বেলপাতায় দাও অঞ্জলি, পূর্ণ হোক মনস্কাম।

ঠাকুর দেখো আনন্দ কোরো, করতে ভুলোনা পেটপূজা
প্রাণের হূতি সলিলসম হোক
মা, তুমি দেখাও সঠিক পথের দিশা।।

The Bengali Language

Debajyoti Ray, Poet (An alumnus of Chakdaha Ramlal Academy)
Translation : Alok Biswas, Poet

A philosophic profile
every dialogue sounds like a paradox, doubt-driven,
and goes beyond its denotation God knows where,
to the guy who is known as Gajen, the madcap,
the Bengali language is indebted.

The sound spreads in different directions
from trucks and matadors in the shape of puffed rice
thrown by the corpse-bearers, of obscenities and scurrilous songs,
dense and steeped in rasa,
in pubs meant for ganja and country liquor the language, too,
tends to get drunk, and the language that the prostitutes speak
is in fact a resistance, a line of battle,
the drunk's soliloquy, abstruse yet nuanced,
is buried in the fog, the current beyond language
flows through bombs and cartridges in the hideout.

Heaps of clouds travel from the college canteen
down an uncertain path, radiant houses, courtyards and the horizon,
hiding signs, amid the shrubs, Luipada and Kahnapada
have remained invisible for one thousand years, raising
hope of bridging up the gap between the bird and the cage,
the cotton seeds fly,
tradition, a repository of memories of the previous births
the language is drowsed by the sea-wind, brine and pollen.

Light from a wondrous star travels close to the earth
and then turns towards the golden yarn, zaamdani, Fulia textile
The context being word,
the poet remains awake, his self-love kept awake — what is not surreal.
From the mineral properties of radium and mercury results
the language, jocose by nature, untidy, bubbles, the milk-tree
no room for place-time-person in the script,
except an inclination.

The waves break on the river-bank
the rush of current in its enthusiasm sweeps away all —
permits, things heard and seen
friends' eulogy and successful jackets of books.

''হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে,
বাসনা – পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে।''

— কামিনী রায়, 'সুখ'

''মানুষ মানুষ, শক্তি মূরতি; বহ্নি ধরে সে বুকে;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেব–বিভা তার মুখে''

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাম্যসাম'

CONTACT TIME *(a poem about teaching)*

Joe Winter, a British poet

Some fit the plug in
precisely, and run the flex
deftly, and flick the switch
amartly, to shed a glow
pure as the unused page
of a new mark-book;
some turn the teaching on
out of a manual —

Some know that plugs don't work;
some put the flex aside;
they are not wired to show
others' ill-wiring ....
but then a spark jumps
as the wires almost touch.
Some let a motor run
in contact time.

"Anger and intolerance are the twin enemies of correct understanding."

— M.K. Gandhi

এক কিশোরীর বেঁচে ফেরা

অদ্রিতা মান্না

অষ্টম শ্রেণি

মানুষের জীবনে কখনো - কখনো ভালো সময়ের মধ্যে হঠাৎ করেই খারাপ সময় চলে আসে যেটি মানুষকে প্রচুর কষ্ট দেয় এবং সেই মানুষটি এবং তার বাড়ির সদস্য মনের দিক থেকে খুবই ভেঙে পড়ে। ঠিক তেমনই আমার সাথেও হয়েছিল। দিনটি ছিল গত বছর দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের শেষ দিন (২১শে আগষ্ট ২০২৩)। আমি আমার মায়ের সাথে ঠিক সময় মত আমার স্কুলে (তালতলা ভবন) যাওয়ার পথে হঠাৎই আমার পেটে ব্যথা শুরু হয়। আমি ভাবলাম হয়তো ব্যথাটা কমে যাবে তাই একটু জল খেলাম এবং ব্যথাটা ধীরে ধীরে কমেও গেল।

ব্যথা কমে গেলে আমিও মা স্কুলে পৌছাই। ক্লাসে (Exam Hall) ঢুকতেই আমার পেটে ব্যথাটা আবার শুরু হয় এবং এতটাই বেশি পরিমানে হয়ে যে আমাকে সেই দিনের পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ না দিয়েই চলে আসতে হয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে মা আমাকে চাকদহ স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। মা ইতিমধ্যেই আমার মামাকে খবর দেয়। আমার মামা হল বালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। মামা খবরটি পাওয়া মাত্রই রওনা দেয় এবং আমার মামিকেও জানায়। মামিও হল হাওড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মামিও তখন রওনা দেয়। সেই সময় প্রচুর বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মামা-মামি দুজনেই মাঝ পথে আটকে পরে। হাসপাতালে আমাকে শুধু একটি injection দিয়ে ফেলে রাখা হয়। ভালো ভাবে কোন চিকিৎসা আমি পাইনি। মামা-মামি এসে সেখান থেকে আমাকে CBDA-তে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার আন্দাজ করেন হয়তো আমার পেটে থাকা দুটি tumour-এর একটি twist হয়ে গেছে। তিনি সাথে সাথে কল্যাণী JNM হাসপাতালে refer করেন। একথা শোনা মাত্র আমাকে কল্যাণী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মুহূর্তে কোন Ambulance পাওয়া যায়নি। তাই মাও মামা আমাকে Bike এ করে কল্যাণী নিয়ে যায়। সন্ধ্যা ৭টায় আমরা পৌছাই। অনেক নিয়ম মেটায় আমাকে ভর্তি করা হয়। তখন একটি Bed ও খালি ছিল না। শেষমেষ একটি Bed পাওয়া গেল এবং আমাকে দেওয়া হলো। সেখানেও সেই একরকম হলো কোন ভালো চিকিৎসা পেলাম না। শেষে ২৩ আগষ্ট আমকে আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে (Joymala Memorial Hospital)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেকার একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলা হলো। তিনি হলেন Dr. Sougata Kumar Burman. তিনি ভগবানের মত এসে বিপদে সাহায্য করেন। ওনার হাতেই আমার Operation হয়। Operation হেওয়ার পর তিনি বলেন Tumer দুটির একটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যার জন্য আমার একটি Ovary এবং দুটি Tube বাদ দিতে হয়। তিনি আরো বলেন যে আমার body weight বেশী থাকার কারণে এই যাত্রা বেঁচে গেছি না হলে আমার আর ফিরে আশা হতোনা। এমনকি septicenia নামক infection ও হয়ে গিয়েছিল এবং আমি খুবই দুর্বল হয় পড়েছিলাম। সঠিক সময়ে operation না হলে হয়তো আমার আর বাঁচা হতোনা। তার সাথে আমার পরিবারের লোক জনেরও অবদান রয়েছে। তাদের এই অবদান আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

আগামী ভারত

অমিত বিশ্বাস

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ

ভূমিকা ঃ চন্দ্রবংশীয় পৌরাণিক রাজা ভরতের নামানুসারে ভারত নামটির উৎপত্তি। কথিত আছে এই বর্ষ বা অঞ্চলটি রাজা ভরতকে দান করা হয়েছিল বলে এর নাম ভারতবর্ষ। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের তালিকায় প্রথম সারিতে অবস্থিত ভারতে গত দুই দশকে যা উন্নতি হয়েছে বিগত কয়েক শতকেও তা হয়নি।

বিকশিত ভারতবর্ষ ঃ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় ভারতের স্বাক্ষরতার হার যেখানে মাত্র ১২% ছিল তা বর্তমান ৭৫% ছাড়িয়েছে। বর্তমানে ভারতের ছাত্র-ছাত্রীরা IIT, NIT, AIIM, ISI, BITS, IISC প্রভৃতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন করছে।

শহরসহ অনেক গ্রামে সরকারি হাসপতাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। আগের তুলনায় গ্রামে শিশু মৃত্যুর হার কম।

খেলাধূলায় ও ভারত অনেক এগিয়েছে তা অলিম্পিক-এ হোক এশিয়ান গেমস বা অন্যান্য খেলায়।

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ISRO ছাপিয়ে গেছে বিদেশের বহু মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে। ISRO সম্প্রতি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম যান (চন্দ্রযান III) পাঠিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য হোক বা টেকনোলজি বা অন্যান্য যে কোনও ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ অনেক উন্নতি করেছে এবং করে চলেছে।

সমস্যা এবং আমার মতামত ঃ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও শিক্ষার পরিকাঠামোর জন্য ভারত শিক্ষাব্যাবস্থায় এগিয়েছে ঠিক-ই কিন্তু যারা পিয়েছে পড়া ছাত্র তাদের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা তেমন নেই। শিক্ষাব্যাবস্থায় এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কারিগরি শিক্ষা বা অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনেক সময় বেড পাওয়া যায় না বা পরিষেবার অভাব দেখা যায়। সরকারের উচিত এইদিকে লক্ষ্য করা।

TV রিয়ালিটি শো-এর খেলোয়াড়-রা এত সম্মান পায় কিন্তু এমন অনেক খেলোয়াড় যারা দেশকে মেডেল এনে দিচ্ছে তাদের অনেকেই চেনে না। অনেকসময় তাদের পেট চালানোর জন্য খেলাও ছাড়তে হয়। যারা দেশকে খেলায় এগিয়ে নিয়ে যায় সরকারের উচিত বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের কেবলমাত্র খেলাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া।

দেশের বিরাট যুবসমাজের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেকারত্ব যার ফলে বহু যুবক কুপথে চালিত হচ্ছে।

উপসংহার ঃ বিকশিত ভারতবর্ষের সামনে উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে রয়েছে মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। ধর্মের ভণ্ডামি, জাতিভেদের নামে কিছু উচ্চ শ্রেণীর মানুষ এখনও সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে চলেছে।

চলন্ত পাথরে শ্যাওলা জন্মায় না এর মতোই দেশের শিক্ষাকে আরো ছড়াতে হবে। অশিক্ষাই কুসংস্কারের মূল। শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতা থাকলেই ভারতবর্ষে শ্যাওলা বা উন্নতিতে বাধা আসতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের উচিত এর জন্য এগিয়ে আসা এবং ভারতবর্ষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা।

রেলের কামরায় হঠাৎ দেখা

সৌর্পণ দাস

দশম শ্রেণি

পুজোর ছুটিতে অজানা পথের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি শুভ, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ট্রেনটি হাওড়া থেকে হলেও, সুবিধা হওয়ায় ব্যান্ডেল জংশন থেকে আমি ট্রেনে উঠলাম। ব্যান্ডেল থেকে ট্রেনটি ছিল রাত সাড়ে নয়টায়। স্টেশনে পৌঁছে দুন এক্সপ্রেসে উঠে পড়ি। পরবর্তী স্টেশন হল বর্ধমান জংশন স্টেশন। স্টেশনে ট্রেন থামতেই হুড়মুড় করে উঠে এলো একদল যাত্রী। তারই মধ্যে ছিল অল্পবয়সী একটি মেয়ে পৌষালী। আমার উলটো দিকের সিটে এসে বসে পড়ে। মুচকি হেসে পৌষালীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। কদ্দূর যাবে? পৌষালী বলল বারাণসী আর তুমি? আমি হরিদ্বার যাবো। পৌষালী প্রথমে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করলেও পরে আলাপচারিতা হওয়ায় নিজেই কথা বলে সে। শুভ বলল ভালোই হল, ভাবছিলাম একা একা এতটা রাস্তা যাবো, একটা কথা বলার সঙ্গী পেয়ে গেলাম। ওই ভাবে পরিচয় পর্ব শেষ হয় এবং আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছাতে থাকে। স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামলে চা, শিঙাড়া, বাদাম, ঝালমুড়ি কথার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। কথা বলতে বলতে খেয়ালই নেই ঘড়ির কাঁটা রাত সাড়ে দশটার ঘর ছুঁয়েছে। তাড়াতাড়ি করে দুজনের আহারের ব্যবস্থা করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার সিট ছিল সাইড আপার ও পৌষালীর ছিল সাইড লোয়ার। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ট্রেন 'সাসারাম জংশন' স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি পৌষালী তখন ওঠেনি। ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় স্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। কামরায় উঠে দেখি পৌষালী ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আমি আমার আর ওর জন্য চা কিনে নিয়ে আসলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিতে কত গল্প। নিজের পরিবারের কথাও বলেছিল। দেখতে দেখতে ট্রেন 'দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন' পৌঁছালো। ওই স্টেশন পর্যন্ত আনন্দ, গল্পে হাসিতে ইয়ার্কিতে তরতরিয়ে চলে যায় বেশ খানিকটা সময়। ট্রেন ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা ভারি হয়ে যায়। ভাবতেও পারিনি ওইটুকু সময়ের মধ্যে সে আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা জায়গা করে নিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভাঙে পৌষালীর কথায়। পৌষালী বলল কী হল চুপ করে গেলি? শুভ চোখের জল মুছে মাথা নেড়ে কিছুই হয়নি জানায়। শুভ পৌষালীকে ফোন নম্বর দিয়ে বলে কোনো সময় আমার কথা মনে পড়লে ফোন করিস। পৌষালী নিজের ঠিকানা দিয়ে বলে, সময় পেলে নিশ্চয় নিশ্চয়ই যাবি। এর মধ্যে কাশি পেরিয়ে গেছে মিনিট পনেরোর মধ্যেই বারাণসি স্টেশনে ঢুকে পড়বে। স্টেশনে ট্রেন থামতেই পৌষালী নেমে গেল। দূর থেকে পৌষালীর শুধু হাতনাড়াটুকু দেখতে পেলাম। পনোরো ঘন্টায় ওর সাথে একসাথে জার্নি করলাম। মনে কোথায় যেন একটা জায়গা করে নিয়েছে পৌষালী, কিন্তু মনের মধ্যে থাকা সেই ভালোবাসার কথাটা মনের মধ্যেই থেকে গেল। শেষবারের মতো বলতেও পারলাম না, যে ওই এতটা সময়ের মধ্যে ওকে কতটা ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু কিছু বলতে না পারলেও ওই ভালোবাসা বন্ধুত্ব হয়ে চিরকালীন স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে কোথায় যেন।

ভারতের উন্নত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা

ঋতাদৃত মল্লিক

দশম শ্রেণি

গৌরবময় দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রাচীনকাল থেকেই উপমহাদেশের মানুষ তাদের কীর্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছে এই দেশের সংস্কৃতিকে, বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলির সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার সমতুল্য, কখনও বা অধিক উন্নত। পরবর্তী স্মৃতি ও মহাকাব্যিক যুগের সাহিত্যগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আর্যদের পাশাপাশি অনার্যদের অতি উন্নত ইতিহাস ও সভ্যতার কথাও জানা যায়।

বৈদিক ও বেদ পরবর্তী যুগে উন্নতির শিখরে ওঠা ভারতীয় সমাজকে ধীরে ধীরে গ্রাস করলো অশিক্ষা, কুসংস্কার। ফল স্বরূপ এলো অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা। অশিক্ষার ফলে মানুষের দৈবভীতি ক্রমশ বাড়তে থাকল আর ততই কমতে থাকল বাস্তবচিন্তা শক্তি ও বিবেচনাবোধ।

অতীত ঐতিহ্যের ধারা বহন করে প্রাক্‌স্বাধীনতাকাল থেকেই অনেক ভারতীয় তাঁদের মেধা ও মননশীলতার দ্বারা সারা পৃথিবীকে গৌরবান্বিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসুর পাশাপাশি গান্ধীজী, নেতাজী প্রমুখ ব্যক্তিরা অগ্রগণ্য। ভারতের যে বিজয়কেতন এই মণীষীরা হাতে নিয়েছিলেন তা পরবর্তীতে বাহিত হয়েছে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, স্যার সি.ভি. রমন, এ.পি.জে আব্দুল কালাম প্রমুখের হাতে হাতে। আর্যভট্ট থেকে 'ইসরো' (ISRO) —জ্যোর্তিবিজ্ঞানে ভারতের জয় যাত্রার পথটি সুমহান ঐতিহ্যের সুসজ্জিত।

বিজ্ঞান সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের সমাজ তথা সাধারণ মানুষ এখনও অশিক্ষা ও দারিদ্রের বশবর্তী হয়ে ডুবে আছে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে। যার ফলে সমাজের সার্বিক উন্নতি বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই ধরণের সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে ছাত্র সমাজকে। পরিবেশ দূষণ রোধ, সাংস্কৃতিক দূষণরোধ, জনবিস্ফোরণ ও জন্মহার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এখন প্লাস্টিক বর্জন, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও কম্পিউটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশ তথা সমাজকে উন্নততর করার উদ্যোগ নিতে হবে ছাত্রসমাজকেই — যারা আজ অঙ্কুর কিন্তু আগামীর মহীরূহ। সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা আর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র সমাজই পারবে ভারতকে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে।

"Early to bed, early to rise, makes a man healthy wealthy and wise."
— Benjamin Franklin

পুরুলিয়া ভ্রমণের কথা

বৈশাখী মণ্ডল

পঞ্চম শ্রেণি

শীতের শেষে, বসন্তের শুরুতে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগে আমরা গিয়ে ছিলাম পুরুলিয়া ভ্রমণে। এবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১৩ই মার্চ। আমি, আমার মা-বাবা ও ঠাম্মি এবং আমার এক বন্ধু, তার মা-বাবা ও দিদি পুরুলিয়া ভ্রমণে রওনা দিই। আমরা পায়রাডাঙা স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে আটটার ট্রেন ধরে নৈহাটি হয়ে ব্যান্ডেল হয়ে হাওড়া গিয়ে নামি। নেমে গিয়ে একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে দেখি যে, আমাদের ট্রেনের খবর হচ্ছে। তাই আবার গিয়ে ঠিক প্লাটফর্মে দাঁড়ালাম। ট্রেনও চলে এল। ট্রেন যথা সময়ে হাওড়ায় ঢুকে গিয়েছিল বলে তাই যথাসময়ে বরাভূম স্টেশনে গিয়ে নামি। সেখানে থেকে ২৮ কিলোমিটার গাড়িতে করে চলে এলাম পুরুলিয়া। সেদিনটা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। প্রথমে দেখলাম লহরিয়া শিব মন্দির। এটা একটা পুরোনো শিব মন্দির। সেখানে কয়েকটি গাছ ছিল, সেগুলি বেশ বড়ো বড়ো ছিল এবং একটি ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির। তারপর দেখতে গেলাম আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম। চাষের জন্য এই দুই ড্যামেই বর্ষার জল ধরে রাখা হয়। এরপর গেলাম অযোধ্যা হিলটপে। সেখান থেকে গোটা পুরুলিয়াটাকে দেখা যাচ্ছিল। খুব সুন্দর লাগছিল। তারপর গেলাম বামণী ফলস্। অতীব সুন্দর একটি ঝর্ণা। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে পুরোটা নেমে দেখলে মনটা খুশিতে ভরে যায়। তারপর দেখতে গেলাম তুর্গা ফসল্। বামণী ফলস্-এর মতো এটি একটি ঝর্ণা তবে বামণী ফলস্-এর মতো অতটা সুন্দর নয়। তারপর হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তারপর দিন সকালে আবার ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে দেখলাম চড়িদা গ্রাম। গ্রামটি ছৌ-নাচের মুখোশে পরিপূর্ণ। এই গ্রামে ১১৫টি পরিবার বসবাস করে এবং প্রত্যেক পরিবার থেকে প্রায় সবাই মুখোশ তৈরির সঙ্গে যুক্ত। গ্রামটা দেখে আমার খুব ভালো লাগল। তারপর দেখতে গেলাম মাঠা পাহাড়। পাহাড়ে উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ করা। পাহাড়ের উপরে মাড়ামগুড়ু দেবাতর মন্দির ছিল। আমার দেখে বেশ ভালো লাগল। তারপর দেখতে গেলাম পাখি পাহাড়। অতীব সুন্দর একটি পাহাড় যার গায়ে পাখি আঁকা রয়েছে। পাহাড়টাকে দেখে নিয়ে হোটেলে চলে এলাম। ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে গিয়েছিল। হোটেলে ফিরে সবকটা ব্যাগ ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখলাম। কেননা পরদিন বাড়ি যাব তো তাই। রাত্রি বেলা তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালবেলা উঠে স্নান করে জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে বাইরে গিয়ে গাড়ির জন্য দাঁড়ালাম। গাড়িও চলে এল তাড়াতাড়ি। গাড়ি চলে আসতেই আমরা ব্যাগ-পত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়িতে করে চলে এলাম বরাভূম স্টেশনে। সেখান থেকে আবার ট্রেনে উঠলাম। এরপর ট্রেনে করে হাওড়ায় চলে আসলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে চলে গেলাম হাওড়া মেট্রো স্টেশনের দিকে। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম আর বাবা গিয়ে টিকিট আনল। তারপর মেট্রো ধরার জন্য প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাবা বলল এই মেট্রো ট্রেনটা গঙ্গার তলায় নির্মিত Tunnel দিয়ে যাবে। তার মধ্যে ট্রেনও চলে এলো। আমরা সবাই ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেনে ওঠার ১-২ সেকেণ্ড পর চারিদিক নীল হয়ে গেল। ট্রেনে আমরা বাদে অন্য প্যাসেঞ্জার যারা ছিল, তারা সবাই বলল এটা গঙ্গার তলা দিয়ে যাচ্ছে। ২২ সেকেণ্ড এখান দিয়েই যাবে। আমরা ১ মিনিটে হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে আবার মেট্রোয় করে দমদম মেট্রো স্টেশনে এলাম। সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেন ধরে পায়রাডাঙা চলে এলাম। পায়রাডাঙা স্টেশন থেকে আবার হেঁটে বাড়ি চলে এলাম। পুরুলিয়া থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর পুরুলিয়া জন্য খুব মন খারাপ করছিল, তবে আমাদের তো একদিন না একদিন বাড়ি ফিরতেই হত, তবে যতই মনখারাপ হোক না কেন, এই ভ্রমণটা আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দময় ভ্রমণ হয়ে থাকবে।

রহস্যময় অভিযান

অভয় মুখার্জী

ষষ্ঠ শ্রেণি

ছোটো বেলার থেকেই আমার পাহাড়ে যেতে এবং অভিযান করতে খুব আগ্রহ ছিল। তাই এবার গরমের ছুটিতে আমি দার্জিলিং-এ যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ১০/০৫/২০২৪ বৃহস্পতিবার আমরা রওনা দিয়েছিলাম এবং ভোরবেলা পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওখানে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল ডাউহিলে যাওয়া। অবশেষে আমরা সকালে ডাউহিলের দিকে রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমরা ডাউহিলের স্কুলের দিকে যাচ্ছি তখন হঠাৎ একজন বয়স্ক মহিলা আমাদের সামনে আসলো। বয়স্ক মহিলাকে দেখে আমরা একটু আশ্চর্য হলাম। এই ঘনবনে হঠাৎ বয়স্ক মহিলা কোথা থেকে আসবে? বয়স্ক মহিলাটা বলল তোমরা ওই স্কুলের দিকে যেও না। আমরা তার কথায় পাত্তা দিলাম না শেষমেষ আমরা যখন ডাউহিলের স্কুলের থেকে একটু দূরে, তখন আমরা ওই বয়স্ক মহিলাটাকে আবার দেখতে পেলাম। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই মাত্র বয়স্ক মহিলাকে আমরা নিচে দেখে ছিলাম হঠাৎ কী করে আমাদের আগে এত উপরে চলে আসলো! এবারও আমরা তার কথায় পাত্তা দিলাম না। শুধু মনের ভেতর একটুখানি ভয় হল। তারপরে যখন আমরা ডাউহিলের স্কুলের সামনে আসলাম তখন আমরা স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে, স্কুলের ভিতর থেকে একটা মেয়ে কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হঠাৎ কান্নার আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা একটু ভয় পেলাম। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করা। তাই আমরা ভেতরে গোলম। ভিতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে দরজাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, জানলাগুলো নড়তে শুরু করলো, বেশ ভয় পেয়ে গেলাম আমরা। স্কুলের ভেতরে দেখি সব জায়গায় ধূলো এবং ঝুলে ভরা। আমরা একটু উপরে গেলাম। উপর থেকে বেশ ডাউহিলের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ কান্নার আওয়াজটা চিৎকারে পরিণত হয়ে গেল। চারিদিকে জানলা দরজা নড়ছে এবং বাইরে হাওয়া বইছে। এবার আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার দিদির পিঠে কেমনজানি ব্যথা এবং জ্বালা করছে। তাই আমরা আর দেরি না করে শীঘ্রই হোটেলে ফিরে গেলাম। ফিরে গিয়ে দেখলাম একটা নখের আঁচড় আমার দিদির পিঠে। আবার শোনা যায় ওখানটায় মুণ্ডু ছাড়া মানুষও নাকি দেখা গেছে। এই দিনের ভয়াবহ ঘটনা জীবনে কোনোদিনও ভুলবো না, এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং আশ্চর্যময় একটি অভিযান।

"The art of a people is the true mirror of their minds."

— Jawaharlal Nehru

বিগ ব্রাদার, ব্রেনওয়াশ ও ওয়েব ঃ সমাজমাধ্যমে আজকের ভাষা

তনিকা রায়

দ্বাদশ শ্রেণি

আজকের আলোচনা মোটামুটি ইংরিজি ভাষা নিয়ে। অথবা, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সমাজমাধ্যমে ব্যবহৃত ইংরিজি ভাষা নিয়ে। বিশ্বায়ন আর তারপর একের পর এক সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশের ফলে গত নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি ইংরিজি ভাষার কথ্য ও লিখিত দুটো রূপেই এসে চলেছে — ভীষণ দ্রুত আর অভূতপূর্ব কিছু পরিবর্তন। পুরোনোপন্থীরা বলেন, এসবের ফলে নাকি ভাষার সাবেকি ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায়। উল্টো দিকের লোকেদের আবার বক্তব্য — এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নাকি ভাষা বেঁচে থাকে — সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ভাষাবিদ নই, আবার ভাষার সৌন্দর্য নিয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করার মতো দার্শনিক পণ্ডিতও নই, তাই উপরোক্ত বিতর্কে ঢোকারই চেষ্টা করবনা। বরং অত্যন্ত সাধারণ ছাত্রী হিসাবে সমাজমাধ্যমের ভাষা সম্পর্কে কয়েকটা আশঙ্কার মেঘ মনের মধ্যে উঁকি মারে — সেইটেই গুছিয়ে লিখবার চেষ্টা করব।

আজকাল সমাজমাধ্যমে আকছার ‘নতুন’ শব্দ তৈরি হচ্ছে, আর ক্রমেই সেগুলো আমাদের নিত্যদিনের কথায় আর তারপর অভিধানে জায়গা করে নিচ্ছে, উত্তম কথা। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে কি দেখা যায়না যে, সমাজমাধ্যম সৃষ্ট অধিকাংশ শব্দই মনের ভাবকে সরলতর ও স্থূলতর করে প্রকাশ করার মাধ্যম? যেমন, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে এক নতুন শব্দ 'Mid' যার মাধ্যমে বোঝানো যায় যেকোনো নেতিবাচক বিশেষণ — 'Mediocre', 'Unimpressive', 'disappointing' ইত্যাদি, তিনটি শব্দের অর্থ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হলেও আলাদা, কিন্তু সমাজমাধ্যমে অর্থগুলো প্রকাশের জন্য বরাদ্দ শব্দ একটিই — 'Mid'.

প্রসঙ্গত, শেক্সপীয়রও ইংরেজি অভিধানে প্রচুর শব্দ সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি করা সমস্ত শব্দই ছিল নতুন এবং সূক্ষ্মতর ভাব প্রকাশের মাধ্যম, বলা যায়, শেক্সপীয়রের ভাষা সংস্কার ছিল অনেক 'divergent', যেখানে, আজকের সমাজমাধ্যমের সংস্কার অনেকটা 'divergent'.

'Wasington post' এর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২০২৩ সালে ইংরিজি অভিধানে সংযোজিত বা সংকলিত হয়েছে উপরোক্ত 'mid'-এর ন্যায় অন্তত ১৭০০ শব্দসমূহ, যার সিংহভাগই হল সমাজমাধ্যম ও ‘পপুলার কালচার’ সৃষ্ট সরলতর ও স্থূলতর শব্দ, অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এতে সমস্যাটা কোথায়? এর ফলে আমাদের সুবিধা তো বাড়ছে বই কমছে না; না, আপাতদৃষ্টিতে কোনো সমস্যা না থাকলেও ভাষার এই প্রকরণগুলোর ফলে একটা সংক্রমণ আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় ছেয়ে যাচ্ছে — সকলের অগোচরে।

ব্যাপারটাকে সহজ করে বোঝানোর জন্য পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করাব এক চরিত্রে। ‘জিস্টোপিয়া’ গোত্রের হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস '1984' (লেখক জর্জ অরওয়েল)-এর একনায়ক বিগ ব্রাদার (BB)-এর সঙ্গে। চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও লেখক কিন্তু BB-কে তৈরি করেছিলেন হিটলার, মুসোলিনি এবং স্তালিন-এর নিজ নিজ শাসনকালে নেওয়া একনায়কতন্ত্রী নীতিগুলোর ছায়ায়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে BB হল (মতাদর্শ নির্বিশেষে) একজন 'Super-autocrat'। উপন্যাসে একনায়ক BB-র নির্দেশে তাঁর দেশ ওশিয়ানিয়ায় ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে নিয়ে আসা

হয় ইংরিজি ভাষার এক সরলীকৃত রূপ — 'নিউস্পিক' (Newspeak)। এই বস্তুটি কেমন, তা দু' একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো যায়,

প্রথমে বলা যাক বিশেষণ-এর কথা, একটি মূল শব্দ — 'Good'। আর তার বিপরীত — না, 'Bad' নয় — 'Ungood' ব্যাস। এর মাঝামাঝি সমস্ত শব্দকে অভিধান আর মানুষের চেতনা থেকে স্রেফ মুছে ফেলা হয়। ধীরে ধীরে মুছে যায় 'মোটামুটি' 'একটু ভালো' — এই ধরনের শদের 'স্পেকট্রাম', জগতের সমস্ত কিছুকে বেঁধে ফেলা হয় 'ভালো' আর 'না-ভালো'-র সংজ্ঞায়। কেন? যাতে কেউ শাসকের সঙ্গে সামান্যতম বিরুদ্ধমত পোষণ করলেই যাতে তাকে দেওয়া যায় চরমতম শাস্তিটা (মস্তিষ্কের মধ্যে হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের শক বা মগজধোলাই)। কারণ, বিরুদ্ধমত পোষণকারী মানুষটার অভিধান, কলম বা চেতনা — কোথাওই যে নেই শাসকের মৃদু সমালোচনা করার মতো শব্দ, যেমন — 'unsatis factory'. আর একনায়কতন্ত্রের সম্পর্কে 'ungood'-এর মতো মারাত্মক শব্দ প্রয়োগ করার ফল যে কী তা তো আর বলে দিতে হবেনা!

আর সমাজমাধ্যম? সেখানে তো 'relish' 'adore', 'appreciate', 'agree' ইত্যাদি ঘুচে গিয়ে শুধুই 'like' আর 'dislike' এর বন্যা!

এবার আসি মানুষের কথায়। একজন জীবিত, সাধারণ মানুষ — সে 'person'. আর কোনো অস্তিত্ব না থাকলে সে 'unperson'. মুছে দেওয়া হয় 'dead', 'murdered', 'unborn', 'executed' — এই সমস্তকিছুর সংজ্ঞা। তাই শাসকের চক্ষুশূল কোনো শহিদকে কেউ মনে রাখেনা; — তার দর্শন নিয়ে সে শুধুই এক 'unperson' — 'He did not exist, he had never existed'. কাজেই ভয় হয়, যখন সমাজমাধ্যমে দেখি প্রায় একই ধাঁচের 'friend unfriend' শব্দদ্বয়।

নিউস্নিক-এর কার্যপদ্ধতি মোটামুটি এই উদ্ধৃতিটা থেকে পরিষ্কার হয় — '....the whole aim of newspeak is to narrow the range of thought ... Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidary meanings nubbed out and forgotten. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller'. সমাজমাধ্যমের ক্ষেত্রে খাতায়-কলমে 'Every year fewer words' না হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখা যাবে যে, আদতে সেটাই হচ্ছে।

উপন্যাস নিউস্পিক-এত আসল উদ্দেশ্যই হল 'Thoughtcrime' অর্থাৎ শাসকের বিরুদ্ধ চেতনাগুলোকে সমূলে নির্মূল করা। এখানে বলে রাখা ভালো, এই আলোচনার সমস্ত কথা কিন্তু সমাজমাধ্যম ছাড়াও প্রযোজ্য দেশ-কাল-সংস্কৃতি-নির্বিশেষে ভাষা আধিপত্যবাদ এবং একনায়কতন্ত্রী চরমপন্থী শাসকের ক্ষেত্রেও।

নিউস্পিক নিয়ে এত শব্দ খরচ করলাম এই কারণেই যে, উপরের উদাহরণগুলো ছাড়াও উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে দেখা যাবে এই ভাষাটির সঙ্গে আজকের সমাজমাধ্যমের ভাষার অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর মিল। যেমন — যতিচিহ্নের কম ব্যবহার, সরলীকৃত ও স্থূল অর্থযুক্ত শব্দের ব্যবহার, অ্যাক্রোনিম বা মুণ্ডমাল শব্দের অধিক প্রয়োগ, কম দৈর্ঘ্যের অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

ভাষাবিদদের মতে, ভাষার এহেন বৈশিষ্ট্য এলে, তাতে কথা বলার সময় একটি পুরোবাক্য উচ্চারণ করা যায় কেবল কতকগুলো ছোট্ট শ্বাসাঘাতের প্রয়োগের ফলে। এই ছোট শ্বাসাঘাতের প্রয়োগের কৌশলচর্চাকে ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'Staccato' বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই কৌশল বেশি প্রয়োগ করে কথা বললে মস্তিষ্ক তুলনা মূলকভাবে বিশ্রাম পায়, অর্থাৎ যার ফলস্বরূপ কমতে থাকে কোনো ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা, বিশ্লেষণ বা জটিল ভাবনাকে ঠিকমতো প্রকাশ করার ক্ষমতা। তাই আজেকর 'কেরিয়ার' সর্বস্ব দুনিয়ায় আমরা সুবিধার জন্য সমাজমাধ্যমের ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছি না তো আমাদের যুক্তিবোধ দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা — যা প্রত্যেকের মানবিক অধিকার, আবার কর্তব্যও বটে?

আশঙ্কার আরও জায়গা রয়েছে। উপন্যাসে নিউস্পিক প্রথম পর্যায়ে ছিল মোটামুটিভাবে চাপিয়ে দেওয়া এক ভাষা; কিন্তু সমাজমাধ্যমের ইংরিজি ভাষার প্রকরণগুলিকে কিন্তু আমরা গ্রহণ করেছি মোটামুটিভাবে স্বেচ্ছায় এবং নিজের অজান্তেই।

আসা যাক দ্বিতীয় প্রসঙ্গে। ভাষার এবং তার সঙ্গে চেতনারও — এহেন প্রকরণগুলি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতটা প্রভাবশালী হতে পারে। কয়েকদিন আগের সাহিত্য জগতের এক ঘটনা। নাড়িয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বকে। বেশ কিছু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রোয়াল্ড ডালের মতো বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের বইগুলি নিয়ে হয়েছিল কাটাছেঁড়া। — বইগুলিতে ব্যবহৃত যে শব্দগুলো আজকের সমাজমাধ্যম তথা 'Popular culture'-এর মাপকাঠি 'Wokeism'-এর বিরুদ্ধে যায়, সেগুলিকে 'সংশোধন' করে আরও 'সংবেদনশীল' করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে হইচই অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু আশঙ্কার মেঘ কাটেনি। কারণ 1984-তেও একনায়ক BB ক্ষমতায় এসেই ঠিক একই কাজ করেছিল : 'Pre-revolutionary literature could only be subjected to ideological translation — that is, alteration in sense as well as language.' (George orwell, 1984 appendix : The principles of newspeak)। প্রশ্ন হল, প্রকাশনা সংস্থাগুলির এত প্রতিস্পর্ধী মনোভাবের পিছনে বিগ ব্রাদারটি কে? এই আলোচনা করতে গিয়ে বোধহয় একটা কথা বললে ভুল হবেনা — যে, সমাজমাধ্যমের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই 'By the people, of the people', কিন্তু 'Not for the people, but for somebody else.'

প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন বলে রাখা ভালো যে, ভালো করে লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে, বিভিন্ন দেশের একনায়কতন্ত্রী শাসক এইধরনের কাটাছেঁড়া প্রতিনিয়তই করে চলেছে। তারা মূলত সেই দেশের তুলনামূলকভাবে কম পড়া ধ্রুপদী সাহিত্যগুলিকে নিজেদের মতো 'সংশোধন' করে ছড়িয়ে দেয় — সেই সমাজমাধ্যমেরই সাহায্যে। তবে খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে এগুলো কিন্তু আমাদের অগোচরেই রয়ে যায়।

আমার মনে হয়, ইংরিজি ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রকরণগুলি দেখা দেওয়ার অন্যতম মূল কারণ হল দুটো। প্রথমত, বিশ্বায়ন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ যতই বেড়েছে, সমাজমাধ্যম ততই তার জাল বিস্তার করেছে — আর ততই বেড়েছে মানুষের জীবননে দ্রুতির প্রয়োজনীয়তা। আর এই দ্রুতির জন্যই এসেছে ভাষায় নিউস্পিক সদৃশ প্রকরণগুলি, দৈনন্দিন কাজে সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত, ইংরিজি ভাষার সরল লিপি। বাংলা ভাষার মতো মাত্রা, যুক্তাক্ষর ইত্যাদির অনুপস্থিতি ইংরিজি ভাষাকে কাটা-ছেঁড়া করবার সুবিধা করে দেয়; ফলে প্রকরণগুলি আরও ত্বরান্বিত হয়। তুলনামূলকভাবে জটিলতর লিপির বাংলা ভাষার একধনের কাটাছেঁড়া না করা গেলেও সমাজমাধ্যমের বাংলা ভাষা আবার এখন Romanized — ইংরিজি হরফে লেখা বাংলা ভাষা। তাই প্রকরণগুলো ঢুকে পড়ছে বাংলাতেও।

পরিশেষে বলার এটুকুই — সমাজ মাধ্যমসহ যেকোনো ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগের ধরন একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্রুতি আর যোগাযোগকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্তিসাপেক্ষে নিশ্চয়ই কিছু বদল আনব আমরা — কিন্তু নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব, সংস্কৃতি আর চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

"Anxiety is the rust of life, destroying its brightness and weakening its power. A child-like and abiding trust in Providence is its best preventive and remedy."

— Tryon Edwards

দা ন্যাশনাল হোটেল

মল্লিকা সর্দার

ষষ্ঠ শ্রেণি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম তো নিশ্চয় শুনেছ, দুই বাংলার এক বিখ্যাত লেখক! কিন্তু তোমরা এটা কি জানো যে, তিনি একটি ভুতুড়ে জায়গা থেকে ঘুরে এসেছেন, সেখানে থেকেওছেন, কিন্তু সেখানে থাকাকালীন সেই জায়গার নেগেটিভিটি-র টের পর্যন্ত পাননি তিনি। ঘটনাটি ঘটে পুনেতে, পুনের একটি হোটেলে। আসলে তিনি রামায়ণ বনবাসযাত্রা পরিক্রমার জন্য পঞ্চবটী থেকে কিষ্কিন্ধ্যা গেছিলেন, যাওয়ার পথে তিনি পুনেতে একটি খোঁজের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, যদিও সেই খোঁজ সেখানে সফল হয়নি। তা যাই হোক, পুনের স্টেশন থেকে নেমে তিনি দেখলেন একটি লম্বা হোটেলের সারি। যতই যাওয়া হোক না কেনো, হোটেল আর শেষই হচ্ছে না। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন যে একটা হোটেলেও রুম ফাঁকা নেই, সব বুকিং হয়ে আছে। অনেকটা হেঁটে শেষে তিনি একটা হোটেলের রুম ফাঁকা পেলেন। হোটেলটির outlook দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে সেটি ব্রিটিশদের আমলের বা তারও অনেক আগের একটি হোটেল। সাবেকিয়ানা আর একটু বাংলো বাড়ির ছোঁয়ার ভরপুর। যখনই রিসেপশন হলে তিনি গেলেন, তখন তার মনে হচ্ছিল যেন তিনি কোনো চার্চ-এ চলে এসেছেন। হলটা পুরো ক্রস, মেরি, যিশু খিষ্ট-এর ছবিতে একাকার। তিনি হোটেলের মালিকের সাথে কথা বললেন, মালিক বললেন যে সব রুমই বুকিং আছে, দোতলায় একটা রুমই ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি যেহেতু একা এসেছিলেন, বেডের দাম জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি বললেন যে তিনি একা হলেও রুমের ছটা বেডের দাম তাকে দিতে হবে। তিনি তর্কাতর্কি না করে ছটা বেডের দাম pay করে দিলেন। চাবি হাতে luggage নিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর রুমে গেলেন, luggage রেখে পাশের চেয়ারে একটু বসলেন। রুমটার শেষ প্রান্তে একটা কাঠের ওয়াডরোব আছে আর সেখান থেকে ৩-৪ হাত দূরে ছিল বাথরুম। প্রায় দশ-পনেরো সেকেণ্ড পরে হঠাৎ ওয়াডরোবের দরজাটা ক্যাঁচ্ করে খুলে গেল। হাওয়াই খুলে গেছে বলে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ২-৩ বার এমনই হতে লাগল। তাঁর কেমন একটু খটকা লাগল। তাই তিনি দরজাটা খুললেন আর দেখলেন যে কিছু পুরোনো Magazine বা খবরের কাগজ পড়ে আছে। তিনি কাগজগুলিকে আলমারির দরজার গোড়ায় গুঁজে দিলেন এবং দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আবার দরজাটা খুলে গেলো। এবার তিনি সন্দেহভাবে দরজাটার কাছে গেলেন এবং দরজাটাকে ঠেসে বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। তিনি কোনোরকমে দরজাটাকে বন্ধ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাথরুমের দরজার ভেতর দিকে দিয়ে নক্ করার আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমশ বেড়েই চলতে লাগল এবং শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছিল যেন কেউ কিল, ঘুষি মারছে তোমরা নিশ্চয় ভাবছো, যে যাঃ বাবা, তাঁর কি কোনো ভয়ডর নেই? আসলে তা না, তিনি কিন্তু কিছুটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু ভয় পাননি, তিনি বুকে সাহস জুগিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন

যে সেখানে কেউ নেই। তিনি বাথরুমের কাছে গেলেন এবং আওয়াজটা থেমে গেলো। এখান থেকে তিনি আরও বুঝলেন যে কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। তিনি বাথরুমের গেলেন, স্নান সেরে রেডি হয়ে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বেরোলেন। তিনি যেই উদ্দেশ্য বেরিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্য খুঁজতে গিয়ে সফল হননি। তাই তিনি ঠিক করলেন যে পুনে থেকে চলে যাবেন। ওই হোটেলে যেহেতু খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই তিনি বাইরেতে খেয়ে হোটেলে ফিরলেন। তিনি যেহেতু অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষিত, তাই তিনি সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা করলেন, বাসের টিকিট কাটলেন, নিজের গোছগাছ করে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়লেন হোটেল থেকে আর পুনে থেকে আবার তিনি যাত্রা শুরু করেন কিষ্কিন্ধ্যার দিকে। কিন্তু তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যে প্রার্থনার পরে অস্বাভাবিকতার উৎপাতটা কিছুটা শান্ত হয়ে গেছে।

এই ঘটনাটি তিনি তাঁর পরবর্তীকালের একটি নাইট ডিউটিতে বলেছিলেন, তাঁর কলিগদেরকে। হোটেলটির বর্ণনা শুনে ওখানে উপস্থিত শ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট এবং পরিচিত ব্যক্তি লেখককে জিজ্ঞাসা করে বসেন — ''আপনি কি 'দা ন্যাশনাল হোটেল'-এর কথা বললেন?'' কারণ বলা চলাকালীন কারণবসত শীর্ষেন্দ মুখোপাধ্যায়ের সেই হোটেলটির নাম মনে পড়ছিল না। তখন লেখক হ্যাঁ বললেন, তখন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে বোঝা যায় যে তিনি প্রায় ১৫-২০ বছর আগে এই হোটেলে তার ফ্যামিলির সাথে এসেছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তাদের হাল বেহাল হযে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। সেখানে রাত্রিবেলায় যখন তারা ছিলেন, বালিশ আর চাদর জড়িয়ে যাচ্ছিল, দরজা-জানালা আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছিল। লেখক যে মিথ্যা কথা বলছেন না সেটির সাক্ষী তিনি আছেন। সকালে হোটেলের লোকের সাথে ঝগড়া করার পরও এমনকী এখনো সেই হোটেলের রহস্য উৎঘাটন করা যায়নি। তাই হোটেলের দোতলার রুমও এখনও ফাঁকা।

"Education is not the learning of facts; it's rather the training of the mind to think."

— Albert Einstein

"A thing of beauty is joy for ever."

— John Keats

ভূত অদ্ভুত

দোরিত্রা ভৌমিক

অষ্টম শ্রেণি

ননিকাকার বাড়ি আমরা প্রায়ই যেতাম গল্প শুনতে। ননিকাকা ছিলেন রেলের গার্ড। মালগাড়ি নিয়ে হলদিয়া, বিধাননগর, বাগবাজার করে বেড়াতেন।

একদিন হঠাৎ সে কী বর্ষা! ননিকাকা গেছেন হলদিয়াতে মালগাড়ি নিয়ে। ফিরলেন দু-দিন পর এক গা জ্বর নিয়ে। আমরা গেলাম তাকে দেখতে। গিয়ে দেখি, গা ঝাড়া উঠে বসলেও চোখ লালচে, স্বর ভাঙা, নাক-মুখ ফোলা ফোলা। কাকা বললেন, ''আয় আয়! মালগাড়ি নিয়ে একটা গোটা দিন লাইনে ফেসে, বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেলাম।''

''জ্বর-ও হয়ে গেল?''

''জ্বর! না না, জ্বর তো বৃষ্টিতে ভিজে হয়নি। সে একটা কাণ্ডই ঘটে গেল।''

''কী কাণ্ড কাকা?'' আমরা হই হই করে উঠলাম। ননিকাকা সব গল্পই শুরু করতেন একটা কান্ড দিয়ে। কাকা বললেন, 'শুনবি কাণ্ডটা?'

''নিশ্চয়ই শুনব।''

''বেশ তাহলে শোন। বলতো, আমাদের জ্বর হলে আমরা জিভে থার্মোমিটার লাগাই, ভূতেদের জ্বর হলে তারা কি লাগায়?''

শুনেই সবাই হা হা করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম, পচা বলল, ''কাকা ভূতেদেরও জ্বর হয়?''

''কেন হবে না? হরদম হয়। কে বলেছে হয় না?''

''কিন্তু ওরা কি মানুষ যে ওদের জ্বর হবে!'' আমি বললাম। কাকা ভুরু কুচকে বললেন, ''তুই একটা মুখ্যু! জ্বর কেন হবে না? ভূত কি প্রাণী নয়? ভূত নাকি কথা বলে, ঢিল ছোড়ে, ঘাড় মটকায়, নাচানাচি করে, গান গায়, সাইকেল চালায়, আরো কত কী। এতো কিছু করতে পারে জ্বর হতেই মানা? কে বলেছে তোদের ভূতের জ্বর হয় না?''

ধরেই নিলাম কিছুক্ষনের জন্য যে ভূতের জ্বর হয়। মানে ঘাড় নাড়লাম।

কাকা বললেন, ''তাহলে গোড়া থেকে বলি শোন। আমার যাওয়ার কথা হলদিয়া পর্যন্ত, কিন্তু বিধাননগরে গিয়ে আটকে গেলাম। সে কী ঝড়! এক বিশাল কাণ্ড। রেলের ওপর জল দাঁড়িয়ে গেল। কয়লা ভিজে জবজবে! আটকে গেলাম।'' কাকা একটু নস্যি নিয়ে নাক ঝেড়ে নিল। হাঁচল। ''তারপর?''

''সন্ধ্যে হবার মুখে আবার বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি নয় সে কী ভীষণ মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমকানো। চারিদিক কালো হয়ে এলো। তুমুল বৃষ্টি।''

''তা ঘন্টাখানেক পর বৃষ্টি থামল, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। ব্রেক ভ্যানের ওপর বসে থাকতে থাকতে নিজেকে পাগল মনে হচ্ছিল। এমন সময় কে একজন দেখি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমার ব্রেক ভ্যানে উঠে পড়ল। ভাবলাম হায়দার।''

বললাম, ''কে হায়দার নাকি?'' .... জবাব এলো, আজ্ঞে না, আমি তরফদার।''

''সে কে? এখানে এলোই বা কেমন করে? রসিকতা করছে নাকি হায়দার? বললাম, তুমি এই

বৃষ্টির-ঝড়ের মধ্যে কেন এসেছ? আমি ঠিক আছি হায়দার।"

"জবাব এল, আমি তরফদার।"

"তরফদার! সে আবার কে?"

"বঙ্কু তরফদার"

"এখানে তরফদার আসল কেমন করে?"

"আমি দু'বছর ধরে এখানেই আছি গার্ডবাবু।"

"এখানেই আছ মানে?"

"আজ্ঞে আমাদের দেশের বাড়ি ছোট বাঁকাবনী। পুরুলিয়া। রেলে চাকরি করতাম। পয়েন্টস্‌ম্যান। একদিন নেপালবাবুর সঙ্গে এইরকম হলদিয়া যাচ্ছিলাম বেড়াতে মালগাড়িতে। দু ডেলা আফিং খেতে খেতে যাচ্ছিলাম। ঘুম এল। পড়ে গেলাম। আমার ওপর দিয়ে রেল চলে গেল। তারপর এখানে একটা ছোটোখাটো সংসার পেতেছি আর কি।"

"বলো কি! তুমি ভূত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" এই জায়গায় বড্ড মশা। ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। এক হপ্তা অন্তর অন্তর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। আজ সকাল থেকেই জ্বর। দিন তো চার-ছটা কুইনিন এর বড়ি। খেয়ে নি।"

"কুইনিন বড়ি! সে আমি কোথায় পাব?"

"স্বার্থপর হবে না গার্ডবাবু। আপনাদের কাছে সব থাকে।"

"কিন্তু আমার কাছে তো নেই।"

"তাহলে কী আছে?"

"জোয়ানের আরক।"

"ওতে কী হয়?"

"ওই অম্বল — টম্বল হলে কাজে লাগে।"

"না আমার বাপু অম্বল হয় না। .... বেশ, জ্বরটা একটু ঠাওর করে দিন।"

"জ্বর! সে তো বগলে কাচের কাটি নিয়ে দেখতে হয়, কিন্তু আমার কাছে সেটাও নেই।"

"তাহলে কোন ভরসায় বেড়িয়েছেন আপনি?"

"তা অবশ্য ঠিক! কিন্তু আমি নাড়ি দেখতে পারি। জ্বর হলে নাড়ি দ্রুত বাড়ে।"

"তবে তাই করো।"

"হাতটা দাও।"

কাকা বললেন, "তোরা বিশ্বাসকরবি না। নাড়ি দেখে আমি অবাক। নাড়ি-ই নেই' বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হাত মানে হাড়। তা তরফদারকে বল্লুম, তোমার তো বাপু সবই ঠাণ্ডা। জ্বর কোথায়?"

"শুনেই সে হেসে উঠে বলল, মানুষের জ্বর গরমের দিকে, আর ভূতের জ্বর ঠাণ্ডার দিকে। মানুষের গা গরম হবে, তত জ্বর, আর ভূতেদের যত গা ঠাণ্ডা হবে তত জ্বর। তা তরফদার তো চলে গেল। কিন্তু সেই যে মশার কামড়, তরফদারের ছায়া মানে যে জ্বর দেখিয়ে গেল, ব্যাস ম্যালেরিয়া অর্থাৎ জ্বর হয়ে গেল। তা আমি বাড়ি এসেই টপাটপ কুইনিন খেয়ে নিয়েছি। জ্বরটা এখন যাই যাই করছে। মাথা ভো ভো করে ঘুরছে। আমি একটা কথা ভাবছি — "ভূতের জ্বর দেখার একটা যন্ত্রর বের করলে কেমন হয়?"

"স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"

— এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

My first Sea Visit

Dishan Kha
Class - VI

When anybody says, "Which place do you like the most, Puri or Digha?" I say, "Both of the places but I like Puri most." When I was a child I went to Puri with my parents. We went to Sealdha and took a taxi to reach Howrah. We caught the train Howrah Puri special. Then we took our dinner and slept. We woke up when the train reached Puri. We went to a hotel and took our breakfast from outside. Then after some time we went to the Puri beach. There I first time saw sea waves in my life; I was very excited after watching it. Then we took bth in the sea for long time and returned to hotel. Then we ate our lunch and took rest in the evening. We went to the sea beach. We saw gigantic waves in the sea and it was very exciting. There we ate Jhal Muri & returned to the hotel. The next day we went to Jagannath Deb's temple and offered Puja to the god. Then we went to the local sightseeng and booked a car for next day. The next day morning we went Uday Giri, Khanda Giri, Dhobol Giri and visited Nandan Kanan. There I saw a jaguar. Then we went to Konarak Sun Temple. After that we returned to our hotel. We enjoyed the day very much. On the last day, early morning we went to the beach and bought many fresh sea fish for our lunch and I rode on camel. I was very happy. We ate our lunch with fresh fish and rice that my mother cooked. We went to the sea beach in the evening and bought some sea foods. We got ready for returning and packed our luggage. We caught our train for returning. It was an unforgettable experience for me.

''নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না।''

— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

"Adversity always presents opportunities for introspection."

— A.P.J. Abdul Kalam

The Size of Universe

Sammyamoy Samadder
Class - V

This universe is a great wonder. Our Earth is too big for us. The diameter of the Earth is 12.742 kilometers. Next we go to our natural satellite Moon. The diameter of Moon is 3,500 kilometers. The Moon is so big that one lakh Himalayan Mountains can fit in it. But our Earth is so big that it can hold fifty moons. The diameter of our Sun is about 14 lakhs kilometers. That can hold 13 lakhs of Earths. When we talk about our Solar System. We could find that its diameter is about 287 billion kolometers. It was 8 planets. 5 dwarf planet, millions of asteroids and billions of meteoroids. If we draw a straight line from the Sun to the Neptune. We shall find contains 3,000 Suns.

The Solar system is in the Milky Way Galaxy. There are also many more massive stars in our Milky Way Galaxy. They are Rigel, Betelgeuse. VY Canis Majoris. UY Scuti, Stephenson 2-18, etc. The diameter of UY Scuti is about 2,376,511,200 kilometers whereas the diameter of Stephenson 2-18 is about 3 billion kilometers. Stephension 2-18 can hold 9 billion and 8.3 millions Suns. Stephenson 2-18 is the largest star ever found. At the center of Milky Way Galaxy there is a black hole, called sagittarius A.

Smething bigger is found in this universe, which is called Nabula. When we talk about Nebula, the first thing that comes to mind is Cats Eye Nebula. The diameter of Cats Eye Nebula is about 0.5 light years. The light takes 4 months and 26 days to cross it. The Helix nebula is bigger than that. The diameter of Helix Nebula is about 24 light years. The Omega Centauri Constellation is also bigger than this. Which has diameter of about 150 light years.

Let us discuss Galaxy. Our home Galaxy is Milky Way. On a clear night, the entire galaxy looks like a white and wide river, especially like the river Ganges. For this reason, it is also called "Akash Ganga". Its size is 1 lakh light years. It is so big that it is beyond our imagination. There are trillions of Galaxies in this Universe. So far, we have leant this much about our observable Universe.

A Wonderful Journey to Kalimpong

Ahana Mondal
Class - V

I went to Kalimpong in this summar vacation on 26/05/2024 with my parents, my masimoni and my sister. At first we went to Sealdaha Station by train. Then we went to New Mal J.N. by Kanchan Kanya Express. After that we reached a hotel. We ate there rice and vegetable sabji. Then we went to Kalakham by a car. On our way we saw many tea gardens. We checked into another hotel at Kolakham. After having our lunch, we went to Changey falls. We had to climb down almost 3 hundred stairs to see the beauty of the waterfall. Coming up we saw Kanchanjanga which looked very much like the 'Sleeping Buddha'. We ate chicken Pakoda and took coffee at 6:30 p.m. Then we ate our dinner at 9:30 p.m. The next day we went to Lava. On our way we saw Lole Gaon Park and Hanging Bridge. The birge was deerepit. We reached our hotel in Lava at 2:30 p.m. We took rest and went for lunch. We went sightseeing that included Lava Monastary, Lave market and Suicide point and every thing was covered with clouds. Then we went back to our hotel. We ate our dinnar at 9:30 p.m. Next day we went to Rishop at 1:30 p.m. Then we ate our lunch. We did 'Bonefire' and ate chicken pakoda and took tea. Then we ate our dinner at 10.00 p.m. There was a dog named 'Kalua'. We patted him a and he waged his tail and we gave it a piece of harmed bread. Next day when we went to Delo from Rishop, Kalua came with us for a short way to show his love for us and we gve it packets of biscuits. We went Delo Park. We shot so many pictures there. Then we went to Sillery Gaon. We put up in a hotel. then we ate luch at 9:00 p.m. We ate our dinner. Next day we went to N.J.P. Station at 12:30 p.m. Then we ate our luch. then we went to Hong-Kong market by auto-rickshaw. We enjoyee ourselves there a lot. We boarded Teesta-Torsa Express at 4:30 p.m. At 3:00 a.m. we got off the train at Naihati. At 4:30 a.m. we boarded a local train and reached Payradanga. We returned home refeshed. I really enjoyed the tour beyond measure.

''শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের এতটাই পার্থক্য, যতটা জীবিতের সঙ্গে মৃতের।''

— অ্যারিস্টটল

A Ship Wrecked Island

Ayantika Bairagya
Class - X

Once upon a time, a rich merchant set off for a voyage. The merchant was rich and very proud of his high standard. He critisized poor people and respected the workers under him.

During the voyage the merchant faced a terrible storm at night. The ocean growled like a deadly monster and no body could see anything out of darkenss.

The ship hit a large stone and the workers drowned in the storm. The merchant was safe and he found himself on the shore of a bare Island. His ship was wrecked and his merchandise were all drowned. He found himself lonely away from all the wealth he owned. He had a diary and a compass with him. He thought that escaping by making a boat would be much better than facing in sight of any wild animal who could make him its prey. Soon he saw it was getting night, he climed up a tree nearby to spent the night on it. He couldn't sleep the whole night but he thrived on fruits to survive.

Morning came and he climbed down the tree. He could feel that he was selfish towards everyone and regretted his mistakes. He decided to settled own to live for the rest of his life as he was far away from home. He collected more fruits and made himself a boat and set off from that Island. A day or two later he saw a port on sight and got there safely.

He realised life is the only wealth that he needed to take care of. So, he spent the rest of his life there fishing and livng alone as the most kind and polite person in the entire town.

''ছোট লক্ষ্য নিয়ে কখনো বড়ো হওয়া যায় না .....।''

— মা সারদা

''কিছু লোক তোমার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে, কিছু লোক আসে শিক্ষা হয়ে।''

— মাদার টেরেসা

The King and his lost finger

Pooja Mondal
Class - VI

Once upon a time there was a king in a country. Due to an unexpected accident he lost one of his fingers. The King for the loss of his finger blamed God. But hearing him the minister said, "God is kind to all and what He does he does for our good." At his word the king became very angry with him and dismissed him from his job. One day when he went hunting he lost his way in the deep jungle and fell into the hand of a band of robbers. They caught him and brought him to their leader. The leader decided to sacrifice him to the alter of one of their goddesses. But at the time of sacrifical function the injured limb was noticed by one of them and as it would not serve their purpose they released the king. The king realised the minister's remark and as soon as he reached his kingdom he ordered his men to bring him back.

Moral : *What God does He does for our good.*

''বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। বিদ্যা আবরণে আর শিক্ষা আচরণে।''

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

''.....গাই তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।''

— কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমি গাই তারি গান'

Power of Education

Sangbrita Das
Student

Once upon a time there lived a poor family in Maharashtra. There were 3 members in that family. They had no money to buy food. They lived in a small house which was made up of bamboos and straws. The family members Ankit, Rima and Trisan. Trisan's mother's name was Rima and father's name was Ankit. After spending a few years like this, the child's parents saw that their child was growing up. They thought that now it was urgent to admit their child into a school. The child's father worked in other's land and his mother worked as a maid-servant. There son then was as admitted to a Govt. Primary School. Trisan was very serious about his studies. Trisan's parents thought that they would give their best education to their child. When Trisan completed his primary education, he was sent to Govt. Hight School. In secondary examination he stood first in his state. In the Higher Secondary he stood third in his state. For these good results he got scholarship from the Government.

He spent half of this money for his education. He also gave his father some money for family expenses. Then he got admitted to a reputed Engineering college through the admission test. After completing B-Tech, he secured a job in a Multi National Company. Trisan's parents were proud of him. They lived happily.

"This life is short, the vanitis of the world are transient; but they alone live who live for others; the rest are more dead than alive."

— *Swami Vivekananda*

''চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধিত হয় না।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

Wonder Thirst for Digha

Ritisha Paul
Class - V

We all like to visit new places. But there are some places where we want to go over and over again. Yes, it's Digha, place of my dream. Luck favoured me to have the opportunity to go to Digha last Sunday with my parents. We boarded a Summer Special train from Santraganchi station at 8:10 a.m. and reached our destination at about 12:10 p.m. As soon as I got off the train I felt refreshed Checking in the hotel we took some refreshment and went to have a bath in the sea. Very soon we started jumping and dancing in sea waves which were coming ceaselessly from he mid sea and breaking on us. The enjoyment went on for about two hours. Then we returned to our hotel but there also we enjoyed some time in the swimming pool of the hotel. After bathing and having lunch of delicious sea-food, we took some rest in our rooms. In the evening we went to visit the "Dheusagar" and experienced the ride on the toy train. I had a lot of fun. The very next day, we visited Tajpur, Shankarpur, Chandreshwari temple, Mandarmani, Udaipur. Everywhere we tasted coconut water and ice-cream. On every, beach I made small statues and houses built of sand and had a lot of fun with oysters. Then came the gloomy day of returning and we returened home with the memories of my trip.

''জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য।''

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন'

''সাফল্য কেবল তাদেরই আসে যারা চেষ্টা করার সাহস করে।''

— মল্লিকা ত্রিপাঠী

Our mother 'Nature'

Shreshtha Saha
Class - VI

The enviorment in which we live is a part of Nature. Nature is the second mother to us. Without nature we can't live because the almostphere is also a part of nature and without atmostphere we can't get oxygen which is essential for our life. Nature is the only thing for which earth is formed. Water, land, air-all these things fall in the biosphere and if these three things are unavailable. There is not even one percent chance of our survival. Nature is a gift to us from God. But some people torture our mother nature. They pollute water, soil and air that sustain us. For us mother nature is facing many problems. These problems are pollution of soil, water and air. Soil pollution is caused because now-a-days people use fertiliser and pesticides which contain chemicals. This type of fertiliser and pesticides damage the soil and make it more unferitile. For this reason we have to use organic fertiliser and pesticides. Again water is polluted in many ways; the water of factories is mixed with many chemicals and all of these water flows into the river causing water and soil pollution. The harmful smoke emitted by factories pollutes the air. This smoke contains carboan dioxide and many other harmful gases. As we are polluting nature we are also affected. The temprature is increasing. For this reason, the polar ice at the south pole and north pole is melting. And for this reason unpredictable flood is occurring in many places. So, we have to stop our unkind treatment of mother Earth to live a beautiful life.

We must remember and put into practice what Mahatma Gandhi said, "The world has enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed".

We must live a life of restraint in harmony with nature.

''যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী।''

— প্রমথ চৌধুরী, 'বইপড়া'

The Discover

Ritadrito Mallick
Class - X

Once, there was an adventure lover. He was a fearless sailor named David. He set off alone in a ship for discovering the world. He was jolly throughtout the world, from London to Paris, Paris to Cairo, Cairo to Cape town to Calcutta. He took his livelihood from the ports. His ship 'Voyaging' was last traced by the crews of Newlands in New Zeland. From there he set off for the Pacific. He wanted to visit some volcanic islands of the Pacific. His sustenance came, but not in the way he wished. After ten months in the ship for the first time he saw the black clouds in the sky. All of a sudden the storm rose. In his words from his diary,

"I had the experience of violent sea storms. I felt helpless; It was a very dangerous storm. I could do nothing; I took shelter inside my room."

The storm took the ship to a barren island. David could save this wirleless SOS transmitter before the ship hit a large rock and broke into pieces.

Later he got down from the wreck and took shelter on the island. He was scared of wild animals. He rested in a cave of rock structure. He lit fire using the dry leaves & bushes on the island. He also discovered after a day that there were no large trees on the island. There were no animals as well. He could collect canned foods from the wreck which could save his life for around ten days. He searched in his map for the island but couldnot find any. He started sending S.O.S seeking help from nearby ships.

On the island he spent two weeks alone. Fear of death haunted him as he ran short of food. He faced stomach upset for drinking saline water. On the fifteenth day he was rescued by a passing ship. It was his brave spirit that saved him.

''তুমি যদি শতশত লোকের ক্ষুধা মিটাতে না পারো, তাহলে শুধুমাত্র একজনকে খাওয়াও।''

— মাদার টেরেসা

জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রভাব

বৈশাখী ব্যানার্জী

শিক্ষিকা

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, আধুনিক জটিল মানসক্রিয়া ভিন্নধর্মী উপমায় এমনভাবে বিস্তারলাভ করেছে যে, ব্যক্তি মানুষের অসহায়ত্ব, জীবন নিয়ে খেলা, আপস করার কৌশল ইত্যাদিকে তিনি আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে সংঘাত আছে, গভীর জীবনদৃষ্টি আছে। এই সংঘাত সমাজের সঙ্গে নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিজের অস্তিত্বের সংঘাত। তাই মাল্যবান, উৎপলা, হেম, কল্যাণী সবার বেদনাই পৃথক, অস্বিত্বের সংকটও ভিন্ন। তাদের একাকিত্ব, বেদনার গভীরতা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি জীবনানন্দের বাস্তব জীবন যেন ছবির মতো প্রস্ফুটিত। সচরাচর তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা বিবাহিত, এক সন্তানের পিতা। তাঁর সৃষ্ট নায়কেরা উদ্যোমহীন হলেও তারা আরামে থাকতে চায়, স্ত্রীসঙ্গ চায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে দারিদ্র্য। এর ফলে তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী হয়েও তারা সর্বদাই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। দৈনন্দিন জীবন, নারী-পুরুষের কর্মময় জীবনের ছবি, আবেগী-সংসারী মনোভাব এখানে অনুপস্থিত। এ যেন কেবল থাকার জন্যই থাকা।

আমরা জানি ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে যখন আন্তরিক শিল্পকুশলতায় উপন্যাসে রূপদান করেন তখন তাকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলে। এই ধরণের উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর ব্যক্তি জীবনের নানা অন্তর্ময় বৈশিষ্টমণ্ডিত ঘটনাসূত্রকে উল্লেখ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, জীবনানন্দের উপন্যাসগুলো আত্মজীবনীমূলক উপনাসের সব বৈশিষ্ট্যই কম-বেশি ধারণ করে আছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ নানাভাবে কর্মহীনতার বিড়ম্বনায় বিব্রত, হতাশ, বিক্ষুব্ধ, অপমানিত, আত্মধিক্কার পীড়িত এবং কখনো কখনো কিছুটা পরশ্রীকাতর এবং ঈর্ষান্বিতও ছিলেন। নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এর থেকে মুক্তি লাভের, এমনকি খবরের কাগজ ফেরি করে বিক্রি করলে কেমন হয় তাও ভেবেছেন। ভেবেছেন ছাতার ডাট তৈরি হয় যে মোটা বেতে তা আমদানির ব্যবসায় যুক্ত হবেন কি-না। এইরকম এক পরিস্থিতিতে উপন্যাসগুলো অনেকটাই আত্মজৈবনিক হয়ে পড়েছে অথবা বলা যায় সচেতন ভবেই এসেছে যুদ্ধ,ক্ষুধা, মানবিক বিপর্যয় সংবলিত জীবনানন্দের একান্ত অনুভবের জীবন।

তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলোতে জীবনানন্দ ছোট পরিসরে কাজ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে চলে গেছেন দীর্ঘ পরিসরে। জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় তথা নায়ক চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা হতাশ, ব্যর্থ, অপ্রতিষ্ঠিত, অচরিতার্থ; প্রায় সবাই চাকরির খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে আসে এবং কলকাতার মেসের অন্ধকার, আশা-ভরসাহীন জীবনযাপন করে। চাকরির সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গেলে গ্রামে ফিরে যায়। নায়কদের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ, বিবাহিত, সাধারণত একটি সন্তানের জনক, পিতার আশ্রয়ে বাস করে। নায়কের বাবা স্কুল শিক্ষক, দরদী, উপনিষদচালিত, গ্রন্থ

প্রেমিক। নায়ক এম.এ. পাশ, লেখক। কারুস্বভাবী হওয়ায় সংসার জীবনে অদক্ষ। আসলে তাঁর নায়কেরা বাস্তবের এই ঊষর ভূমিতে বারবার রক্তাক্ত করে নিজেকে, বারবার পিছিয়ে পড়ে, জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচে। সুতীর্থ উপন্যাসের লেখককেও তাই দেখি লেখা ছেড়ে দিয়েছে অর্থের সংস্থান করতে গিয়ে। 'এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তি সমতা যায় নষ্ট হয়ে; চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সে সময় থাকে না তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন।'

এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন লেখক নিজেও, তাই তাঁর সব চরিত্রও কোণঠাসা তাদের মনের মতো কাজের জগৎ থেকে। বিপরীত স্রোতে দাঁড় টানতে টানতে অশেষ ক্লান্ত। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে দাম্পত্য সংকট। বাস্তবে কবি নিজের বাসাতেও থাকতেন বহিরাগতের মতো। দাম্পত্য সংকটের হিম দহন তাই মাল্যবান উপন্যাসে ডালপালা ছড়িয়েছে। মাল্যবান উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনকারী মাল্যবান গভীর হাতে অসুস্থ হয়ে বমি করছে, কিন্তু তার স্ত্রী সেখানে নেই। যখন সে এলো সেই আচরণ আরো অমানবিক। জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়কেরা কেউই আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। হেম-শচীন-নিশীথ-মাল্যবান এরা সবাই জীবনের পথে চতুরতার অভাবে অর্থের বাজারকে জয় করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার জন্য সংসারে নানা দ্বন্দ্ব, অশান্তি। এমনকি মায়েরা, বন্ধুরা তাদের অক্ষমতাকে না বোঝার ভান করে। বন্ধুরা চূড়ান্ত অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেয়।

মূলত জীবনকে, বিশেষত দাম্পত্য জীবনকে তিনি এক উৎকট রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনো তাঁর মনে হয়েছে হয়তো প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিজীবন এমনই; আবার পরক্ষণেই এ নিয়ে তিনি নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যে সংকট নিজে অনুভব করেছেন সেটা এতটা খোলামেলা প্রকাশিত হোক তা হয়তো চাননি। বস্তুত তাঁর উপন্যাসে জীবনের গভীরতা আছে, আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট আছে। বলাই বাহুল্য, তিনি তাঁর আত্মজীবনের গ্লানিকে অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে নিপুণ এক চিত্রশিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন উপন্যাসগুলিতে। এ যেন তাঁর আপন জীবনেরই অনুপম এক নকশিকাঁথা। এখানেই তাঁর অনন্যতা, এখানেই তাঁর অসামান্যতা। একজন দক্ষ ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানেই তাঁর সার্থকতা।

"The measure of the creator (artist) is the amount of life he puts into his work."

— Carlvan Doren

রবীন্দ্র ভাবনায় লোকসাহিত্য

রাখী ভৌমিক

শিক্ষিকা

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার যাঁদের লেখনিতে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর সৃষ্টির গভীরতা, কল্পনার ব্যাপকতা, শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা এত বিশাল যে, তিনি শুধু দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ থাকেননি। এই বিশ্ব সংসারের নানান ভাবকে গ্রহণ করে তিনি নতুন পথের অনুসন্ধান করেছেন। তাইতো তিনি 'বিশ্বকবি'। তাঁর কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, গান এমনকি প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। আমাদের পরিচিত এই সাহিত্যের ধারাগুলি শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্গত। এই শিষ্ট সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তার লিখিত রূপ। কিন্তু সাহিত্যের এই লিখিত ধারার পাশাপাশি একটা ঐতিহ্য ভিত্তিক মৌখিক ধারাও আছে। বংশ বা লোক পরম্পরায় প্রবাহিত সাহিত্যের এই মৌখিক রূপটি লোকসাহিত্য নামে পরিচিত।

একটা দেশ একটা জাতির অপরিমার্জিত প্রকৃত রূপ ও ইতিহাসটি থাকে সে দেশের লোকসাহিত্যে। আমাদের দেশেরও যে একটা মৌখিক সাহিত্য আছে এবং তা যে আমাদের প্রাণের জিনিস, সেকথা রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই উপলব্ধি থকেই তিনি এদেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের শুরুতেই বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়ার সহজ-সরল-স্বাভাবিক কাব্যরসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন এই ছড়াগুলোর মধ্যেই রয়েছে আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের উপাদান। এই ছড়াগুলোকে তিনি জাতীয় সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২'-এর ভূমিকায় লিখেছেন — ''বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃ, মাতামহীগণের স্নেহ সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃ পিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুরনিক্কন ঝংকৃত হইতেছে। অথচ আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটো বড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব এ জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'' রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন সাহিত্য জীবনের প্রায় শুরুতেই। তিনি নিজেও যে গ্রাম বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা ছড়া গানে মন্ত্র মুগ্ধের মতো মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকথা তিনি স্বীকার করে বলছেন — ''বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই।'' (লোকসাহিত্য, 'ছেলেভুলানো ছড়া')

প্রান্তজনের মধ্যে প্রচলিত ছড়াগুলির প্রতি অমোঘ আকর্ষণের কারনেই রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করেছেন, প্রকাশ করেছেন,প্রচার করেছেন, বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন। তবে তাঁর সংগৃহিত ছড়াগুলির মধ্যে তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা করেননি। তাঁর মতে ছড়াগুলির অন্তর্নিহিত রসটিই প্রধান, এটি চিরকালীন। প্রত্যেক ছড়ার প্রতিটি তুচ্ছ কথায় ফুটে ওঠে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে অবস্থানকালে বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে যেমন এসেছিলেন তেমনি সেইসব অঞ্চলের লোক-সংগীতের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যা তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তিনি লোকগান ও বাউল গান শুধু সংগ্রহই করেননি, তিনি সেগুলোকে নানাভাবে শিষ্ট সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লালন সাঁই-এর কুড়িটি গান ১৩২২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। আর একজন বিশিষ্ট বাউল গগন হরকরার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গগন হরকরার একটি বিশিষ্ট গান —

''আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।''

এই গান শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বহু গানে বাউলের সুর ব্যবহার করেছেন — 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমার সোনার বাংলা', 'আমার প্রাণের মানুষ' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ লোকসাহিত্য নিয়ে এভাবে ভাবেননি, এভাবে সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক ছড়া-গান সংগ্রহ করে অসাধারণ এক দায়িত্বশীলতা ও মমত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের এই ধারাটিও সেখান থেকেই এক নতুন প্রাণ পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই লোকসংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

''শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না, যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।''

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বর্ণপরিচয় - ২য় ভাগ'

''আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে।''

— বেগম রোকেয়া শাখাওয়ান হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক আর্ট গ্যালারি ঃ অজন্তা গুহাচিত্র

বিজন কুমার চক্রবর্তী
(শিক্ষক)

যুদ্ধ ফেরৎ একদল সৈন্য হঠাৎ করে খুঁজে পেল — আবিষ্কার করল — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক গুহাচিত্র 'অজন্তাকে'। এই ঘটনা ১৮১৭ সালের। হাজার বছর ধরে যে গুহা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে জঙ্গলাবৃত, বন্য জন্তুর আবাস, লর্ড ওয়েলেসলির সৈন্যবাহিনী তার কথা প্রথম নিয়ে এল আধুনিক সভ্য মানুষের কাছে।

ইংরেজ পণ্ডিত ফার্গুসন যখন অজন্তায় গিয়ে অজন্তার এই শিল্প ঐশ্বর্য্য দেখে প্রবন্ধ লিখলেন তখন সভ্যজগতে তা নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল, ১৮৪৪ সালে ফার্গুসনের অজন্তার গুহা চিত্র সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় মাদ্রাজের ইংরেজ সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ রবার্ট গিলকে পাঠান অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপি তৈরীর জন্য। গিল ছিলেন একজন দক্ষ চিত্রকর। গিলের তেলরঙে আঁকা প্রতিলিপি ১৮৬৬ সালে লণ্ডনে প্রদর্শিত হল। শিল্প রসিকজন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন কিন্তু তাঁর ছবিগুলি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। ফার্গুসন এবং বার্জেসের অনুপ্রেরণায় পুনরায় বোম্বাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জর্জ গ্রিফিথ ১৮৭৫ সালে অজন্তায় গেলেন প্রতিলিপি তৈরীর জন্য। তাঁর তৈরী ৩৩৫টি প্রতিলিপি লণ্ডনের কেসিংটন সংগ্রহশালায় রাখা হলো। সেগুলিও আগুন লেগে পুড়ে গেল। তবে প্রতিলিপি সহ অজন্তার উপরে লেখা জর্জ গ্রিফির্থের বই প্রকাশিত হলে শিল্প জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। এই সময় কিছু 'ছবি চোর' অরক্ষিত অজন্তা গুহার ছবি চুরি করে বহু মূল্যে বিক্রি করার জন্য অজন্তায় এল। কিন্তু অজন্তার ছবিগুলি ছিল 'ফ্রেস্‌কো' — দেওয়ালে আস্তরণ তৈরী করে আঁকা ছবি। সুতরাং তা তুলে আনতে গিয়ে বহু ছবি তারা নষ্ট করে ফেললো। এখন অজন্তার ছয়টি গুহায় ছবি দেখতে পাওয়া যায়। গ্রিফিথ দেখেছিলেন ষোলোটি গুহা।

অজন্তার অবস্থান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের কাছে, পূর্বের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের খান্দেশ জেলায়। অজন্তা স্বাভাবিক পর্বত গুহা নয়। ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয় কঠিন আগ্নেয় শিলায় গঠিত পর্বত কেটে একদল মানুষ খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এই গুহা তৈরীর কাজ শুরু করে ছিল।

বৌদ্ধ শ্রমনদের বসবাসের জন্য এই গুহাগুলি তৈরী হয়েছিল। সাতশো - আটশো বছর ধরে তিরিশটি গুহা তৈরী হয়েছিল। গুহার দেওয়ালে তৈরী হলো ভাস্কর্য, দেওয়ালে আস্তরণ তৈরী করে আঁকা হলো ছবি। ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে সাতপুরা পাহাড়। আবার সাতপুরা পাহাড়ে তাপ্তির শাখানদী বাঘোরের তীরে এক অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁকে মনোরম ইন্দ্রাদি পাহাড়ে এই গুহা নির্মিত হয়। অজন্তার ছবিগুলি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর এবং বিস্ময়কর, যার বর্ণনা দেওয়া স্বল্প পরিসরের এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যতম একটি ছবি হল, 'নীলপদ্ম হাতে বোধীসত্ত্ব চোখে অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি'। অজন্তার সূচনা মৌর্যযুগে শেষ হতে চালুক্য যুগ পার হয়ে যায় অধিকাংশ শিল্প বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে।

অজন্তা সম্পর্কে প্রচলিত একটি সুন্দর গল্প দিয়ে

প্রবন্ধ শেষ করি, স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দন কাননের এক ঘেয়েমিতে দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই ক্লান্ত, তারা ইন্দ্রের কাছে ছুটি চাইলেন। ইন্দ্র তাদের এক রাতের ছুটি দিলেন। শর্ত ভোর হতেই তাদের স্বর্গে ফিরে আসতে হবে, নইলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর তারা এলেন মর্তধামে বাঘোরা নদীর মনোরম সেই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকার পাহাড়ে, বাঘোরা নদীর তীরে চাঁদের আলোয় তারা নানান আনন্দে মেতে উঠলেন, মর্তের নরনারীর ছদ্মবেশে তাঁরা নানা ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু করলেন। কেউ হলেন রাজা, কেউ হলেন সেনাপতি, সেনা, নর্তক, নর্তকী, বাজনদার, শিল্পী ইত্যাদি। তারা যখন এই সব ভূমিকায় আনন্দে মত্ত ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এল, সকাল হলো, স্বর্গের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তারা তখন গুহার দেওয়ালে ছবি, ভাস্কর্য হয়ে আটকে রইলেন।

পুনশ্চ — অজন্তার গবেষকদের মধ্যে অন্যতম লেডি হেরিংহ্যাম। তিনি ১৯০৭ সালে অজন্তা পরিদর্শন করেন। তিনি অজন্তার প্রতিলিপি তৈরীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার প্রমুখের ওপর। ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন। অজন্তার প্রতিলিপিগুলির মধ্যে নন্দলাল বসুর আঁকা প্রতিলিপিগুলি সর্বোত্তম বলে শিল্প রসিকরা মনে করেন।

সূত্র ঃ ভারতের গুহাচিত্র — বিমলেন্দু চক্রবর্তী।

"Music has charms to soothe the savage beast, to soften rocks, and to bend the knotted oak."

— William Concreve

"In short, avery human advance carries with it not only automatic benefits but also a new responsibility."

— J. Bronowski et al

ঐতিহাসিক বিচার

বিপুল রঞ্জন সরকার
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

২ অক্টোবর ১৯৪৩ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ব্যাঙ্ককে একটি বেতারভাষণ দেন। এখানে তাঁর বক্তব্যে গাঁধীজির অবদানের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়। অসাধারণ সেই মূল্যায়ন। সুভাষ বলেন '২০বৎসর বা তার বেশি সময় ধরে মহাত্মা গাঁধী ভারতের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে ভারতবাসী লড়েছে। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলি, তিনি ১৯২০তে সংগ্রামের নতুন হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে না এলে এখনো ভারতকে হয়ত মাথা নিচু করে থাকতে হতো। ভারতের স্বীনতা সংগ্রামের স্বার্থে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ এবং অতুলনীয়। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে তিনি যা অর্জন করেছেন অপর কারুর পক্ষেই এক জীবনে তা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। ...১৯২০ থেকে ভারতবাসী মহাত্মা গাঁধীর কাছ থেকে দুটি জিনিস শিখেছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই দুটি অপরিহার্য প্রাক্-শর্ত। তারা প্রথমে শিখেছে জাতীয় আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। তার ফলে তাদের হৃদয় বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত। দ্বিতীয়ত তাদের এখন দেশব্যাপী সংগঠন রয়েছে যা পৌঁছে গেছে অতি প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত। এখন স্বীনতার বার্তা প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে গেছে। তারা সমগ্র জাতির প্রতিনিত্বি করে এমন একটি ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠন লাভ করেছে। স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রাম স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে মঞ্চ প্রস্তুত।'

চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২। এই পরিপ্রেক্ষিতে গাঁধীজি বরদলৈ এ প্রস্তাবিত গণ আইনঅমান্য প্রত্যাহার করে নেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ থেকে পাঁচ দিন অনশন ব্রত পালন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয় কিন্তু গাঁধীজির প্রতি আক্রোশ থাকলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ভাইসরয় ৫ মার্চ ১৯২২ সেক্রেটারি অব স্টেট এর নিকট প্রেরিত বার্তায় জানান গাঁধীজিকে ভারতীয় পেনাল কোডের ১২৪ এ ধারায় ইয়াং ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধের জন্য অভিযুক্ত করা হবে। মুদ্রক শঙ্করলালও ঐ একই ধারায় অভিযুক্ত হবেন। গ্রেপ্তারির ঘটনাটি ঘটে ১০ মার্চ ১৯২২ রাত সাড়ে দশটায়। পুলিশ সুপার সবরমতী আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ না করে অনসূয়াবেনের মাধ্যমে বার্তা দেন গাঁধীজিকে গ্রেপ্তার করা হবে। তিনি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সময় নিয়ে প্রস্তুত হতে পারেন। আশ্রমবাসী সমবেত হয়ে প্রার্থনা করার পর তিনি শঙ্করলালকে নিয়ে বাইরে বেরোন এবং গ্রেপ্তারবরণ করেন। ১১ মার্চ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাউনের সামনে তাঁকে হাজির করা হলে তিনি সেশান কোর্টে মামলাটি পাঠান। গাঁধীজির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান ইয়াং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক। আদালতে যে লেখাগুলি পেশ করা হয় সেগুলি তাঁরই রচনা। পত্রিকার মালিক এবং প্রকাশক নীতি নির্ধারণের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে দেন।

অবশেষে ১৮ মার্চ শনিবার তাঁকে এবং শঙ্করলাল বাঙ্কেরকে আমেদাবাদের শাহিবাগের সার্কিট হাউসে

সেশান কোর্টে তোলা হয়। বিচারক মিঃ ব্রুমফিল্ড আই.সি.এস। আমেদাবাদ জেলা এবং সেশান কোর্টের বিচারক। সরকারি কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার জে. টি. স্ট্রংম্যান সঙ্গে রায়বাহাদুর গিরারলাল। গাঁধীজি এবং শঙ্করলাল কোন উকিলের সাহায্য নেননি। বেলা ১২টায় বিচার শুরু হয়। কোর্টের রেজিস্টার অভিযোগ পেশ করেন ইয়াং ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত 'ট্যাম্পারিং উইথ লয়ালটি' (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১) দি পাজ্‌ল অ্যান্ড ইটস্ সলিউশান (১৫ ডিসেম্বর ১৯২১) এবং 'শেকিং দ্য মেইন্‌স' (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) রচনাগুলিতে গাঁধীজির দেশদ্রোহী বক্তব্য প্রকাশ করে দেশবাসীকে বৈধ ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ এবং প্ররোচিত করেন বলে অভিযোগ। সুভাষ মন্তব্য করেন ঃ 'In his weekly paper Young India, the Mahatma had written some articlesthe finest he has ever written and which will rank for all time among his inspired writings.'

মুদ্রণ কার্যে সহায়তার জন্য অভিযুক্ত শঙ্করলাল বাঙ্কের। অভিযোগ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪ এ ধারায়। অভিযোগ পড়ে শোনানোর পর বিচারক অভিযুক্তদের বক্তব্য জানতে চান। গাঁধীজি বলেন 'আমি সমস্ত অভিযোগে দোষী বলে স্বীকার করি।' শঙ্করলাল বাঙ্কেরকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও একই কথা বলেন। অভিযোগ স্বীকার করার পর বিচারক তখনই রায় ঘোষণা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্যার স্ট্রংম্যান পূর্ণাঙ্গ বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার অনুরো জানান। বোম্বাই মালাবার এবং চৌরিচৌরার দাঙ্গা এবং হত্যাকান্ডের ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেন এবং বলেন এগুলি আদালতের বিবেচনার মধ্যে আনা উচিত। তাঁর বক্তব্য গাঁধীজি অহিংসার কথা বললেও বাস্তবে তা হয়নি। তাহলে এর মূল্য কী। এই বক্তব্য শোনার পর বিচারক বলেন 'মিস্টার গাঁধী শাস্তির প্রশ্নে আপনি কী কোন বক্তব্য রাখতে চান?'

গাঁধীজি ঃ আমি একটি বিবৃতি দিতে চাই।

বিচারক ঃ আপনি কি লিখিতভাবে বিবৃতিটি দিতে পারেন যাতে নথিভুক্ত করা যায়?

গাঁধীজি ঃ আমার পড়া শেষ হলেই এটি আপনাকে দেব।

অতঃপর তিনি কয়েকটি কথা বলেন। 'বিবৃতি পাঠ করার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্কে সম্মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেলের মন্তব্য পুরোপুরি অনুমোদন করি। তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে আমার প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে কারণ তা সম্পূর্ণ সত্য। আদালতের কাছ থেকে কোনভাবে লুকোনোর কিছু নেই যে প্রচলিত সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি ছড়ানোর বিষয়টা আমার প্রায় ভাবাবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল যখন বলেন ইয়াং ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগের পরে নয় আগে থেকেই আমি এই অসন্তোষ (disaffection) প্রচার করে আসছি তখন সত্যি কথাই বলেন। আমি যে বিবৃতি পড়ব তাতে বেদনাদায়ক হলেও কর্তব্যরূপে এই আদালতের সামনে মেনে নেব অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলের উল্লেখ করা সময়ের অনেক আগে থেকেই আমি এই প্রচার করছি। এটা বেদনাদায়ক হলেও এটা আমার কর্তব্য। অর্থাৎ এর দায়িত্ব এবং পরিণতি সম্পর্কে জেনেই আমি অ্যাডভোকেট জেনারেলের আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া অভিযোগ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেব। ..... আমি হিংসা এড়িয়ে যেতে চাই। আমার বিশ্বাসের প্রথম কথাই হল অহিংসা। এটা আমার বিশ্বাসের শেষ কথাও বটে। কিন্তু

আমাকে আমার পছন্দ অনুসারে কিছু বেছে নিতে হয়। হয় যে ব্যবস্থায় আমার দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা বরণ করে নিতে হয় অন্যথায় আমার মুখ থেকে সত্যটা শোনা এবং বোঝার পব জনসাধারণ যে হিংসায় উন্মত্ত তার ঝুঁকি স্বীকার করে নিতে হয়। আমি জানি আমার দেশের জনসাধারণ কখনও কখনও ক্ষেপে যায়। এর জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তাই আমি কোন হালকা শাস্তি প্রার্থনা করি না চাই সর্বোচ্চ শাস্তি। আমি কোন ক্ষমা প্রার্থনা করছি না। আমি গুরুত্ব হ্রাস করার কথাও বলছি না। সুতরাং আমি এখানে স্বেচ্ছায় চেয়ে নিচ্ছি এবং সানন্দে আদালত ইচ্ছাকৃত অপরাধে জন্য সর্বোচ্চ যে সাজা দেবেন তাই স্বীকার করে নেব। এটাই নাগরিক হিসেবে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আমি আমার বিবৃতিতে বলব, বিচারক হিসেবে আপনার সামনে একটামাত্র পথই খোলা আছে। হয় আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে অথবা আপনি যে আইনানুসারে বিচার করে প্রশাসনকে সহায়তা করতে চান তদনুসারে আমাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। আমি এর কোন পরিবর্তন চাই না। আমি যখন আমার বিবৃতিপাঠ শেষ করব তখন নিশ্চিত আপনি আভাস পাবেন আমার অন্তরে একজন সুস্থ মানুষের হৃদয়ে কি প্রবল ঝড় বইছে।'

এরপর গাঁধীজি তাঁর বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতির সারমর্ম ঃ ১৮৯৩ এ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জনজীবনের শুরু। সেখানে আমি দেখেছি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে মানুষ হিসেবে ভারতীয়দের কোন অধিকারই নেই। আমারও ছিল না। কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হইনি। .....ভারতে আমাকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দেয় রাউলাট অ্যাক্ট। একটা আইন যার অর্থ জনসাধারণের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ। আমি তার বিরুদ্ধে তীব্রতম আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এরপর আসে পাঞ্জাবের জঘন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড এবং হামাগুড়ি দিয়ে ভারতীয়দের পথ চলার নির্দেশ প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত এবং অবর্ণনীয় বহুবি লাঞ্ছনা। প্রতিশ্রুতি দান করেও ব্রিটিশ প্রানমন্ত্রী খিলাফতের দাবি মেনে নেননি। পাঞ্জাবের ন্যক্কারজনক ঘটনার পর অকিংশ দোষীর অপরা মুছে ফেলা হয়। তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়নি। তাঁরা চাকরিতে বহাল থাকেন। ভারতের রাজস্ব থেকে পেনশন ভোগ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ পুরস্কৃতও হন।'

'অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি এই সিদ্ধান্তে বাধ্য হয়ে উপনীত হয়েছি ভারতে ব্রিটিশ ব্যবস্থা দেশকে অসহায় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। ....ব্রিটিশ ভারতে আসার আগে লক্ষ লক্ষ কুটিরে বস্ত্র বয়ন করা হত। ভারতের পক্ষে অপরিহার্য এই কুটিরশিল্পকে নির্দয় এবং নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা শহরে বাস করে তারা জানে না ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্ধভুক্ত মানুষ ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। ভারতে আইন ব্যবহার করা হচ্ছে বিদেশী শোষকদের সেবার স্বার্থে। পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার পর আমার এই বিশ্বাস জন্মে অন্তত নিরানব্বুই শতাংশ বিচার অন্যায়। ভারতে রাজনৈতিক যে মামলাগুলি হয়েছে সেগুলির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অভিযুক্ত দশজনের মধ্যে অন্তত নয় জন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাদের একমাত্র দোষ নিজের দেশকে ভালোবাসা। নিরানব্বুই শতাংশ মামলায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এর কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। প্রশাসন এখানে আইনের শাসনের নামে আইনের বেসাতি করে

চলেছে। সেটা করছে শুধুই শোষকদের স্বার্থে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ এবং তাঁদের ভারতীয় সহযোগীরা জানে না যে তাঁরা অপরাধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত।'

অতঃপর মিস্টার ব্লুমফিল্ড যে রায় ঘোষণা করেন তার মর্মার্থ ঃ মিস্টার গাঁধী আপনি অপরাধ স্বীকার করে আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছেন। আইন কোন ব্যক্তি বিশেষকে সম্মান করে না। সাধারণ মানুষ থেকে একেবারে আলাদা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আইনের পৃথকভাবে কিছু করার সুযোগ নেই। আপনার মত মানুষের বিচার আমি আগে কখনও করিনি ভবিষ্যতে করব এমন সম্ভাবনাও নেই। অস্বীকার করা যায় না আপনি কোটি কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টিতে একজন মহান দেশপ্রেমিক এবং মহান নেতা। যাঁরা আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতপার্থক্য পোষণ করেন তাঁরাও আপনার সমুন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁরা আপনাকে একজন মহান মানুষ এমন কী সন্ত রূপে বিবেচনা করেন। আমি অন্য কোনোভাবেই আপনার কাজ কিংবা চরিত্রের বিচার করতে পারি না। যিনি নিজের স্বীকারোক্তিতে আইনভঙ্গের কথা বলেছেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ স্বীকার করেছেন তাঁর আইনানুগ বিচার করা বিচারক রূপে আমার কর্তব্য।'

'আমি ভুলে যাইনি যে আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে হিংসার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। এবং এটাও আমি বিশ্বাস করি যে হিংসা নিবারণের জন্য আপনি অনেক ঘটনায় যথাসাধ্য করেছেন। আপনার রাজনৈতিক শিক্ষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেও ভাবি কীভাবে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা অনিবার্য পরিণতি রূপে দেখা দেবে না। এটা আমার উপলব্ধির বাইরে।.....আমি এমন শাস্তিদানের প্রস্তাব করি যা অনুরূপ অপরাধের জন্য বারো বৎসর আগে বাল গঙ্গার তিলককে দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় আপনি তা অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করবেন না। মনে হয় মিস্টার তিলকের সঙ্গে এক্ষেত্রে আপনি সমগোত্রীয়। তিনটি অপরারে প্রতিটির জন্য দুই বৎসর করে সাধারণ কারাবাস। সর্বসাকুল্যে ছয় বৎসর। আমি এ কথাও বলতে চাই যদি ভারতের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে এই শাস্তিদানের সময়সীমা হ্রাস করা সম্ভব হয় তবে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না।'

বিচারক যে সৌজন্য প্রদর্শন করেন গাঁধীজি তার প্রত্যুত্তর দেন ঃ আমি একটা কথা বলি। যেহেতু আপনি বাল গঙ্গার তিলকের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন আমিও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত এবং গৌরবান্বিত মনে করি। শাস্তি সম্পর্কে বলি এটা কমই। কোন বিচারকই আমাকে এর থেকে কম সাজা দিতে পারতেন না। সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমি একথা অবশ্যই বলব এর চেয়ে বেশি সৌজন্য আমি আদালতের কাছ থেকে আশা করিনি।' .

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ডিসেম্বর ১৯২২ গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বিচার প্রক্রিয়াকে পন্টিয়াস পিলেটের সামনে খ্রিস্টের বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন।

জাতীয় সেবা প্রকল্প ঃ কর্মকান্ডের চালচিত্র

রাজেশ কুমার চ্যাটার্জ্জী
প্রোগ্রাম অফিসার (জাতীয় সেবা প্রকল্প)

কবির ভাষায় বলি —

আমরা দেশ ও জাতির কল্যাণ কাজে নিয়োজিত
সদা অসচেতনকে সচেতন করি নিত্য অনুক্ষণ;
আমরা উদ্বেলিত উচ্ছলিত আবেগে গাহি
গেয়ে ফিরি অন্ধ আতুর মানবের জয়গান,
আমরা স্বেচ্ছাসেবী কোমল হৃদয় আমাদের
রক্তে নেশা কাজ আর শুধু কাজ
আমরা গড়ি নতুন ভারত
বাড়িয়ে দু-হাত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
হাতে রাখি হাত আত্মত্যাগে হয় আমাদের শুদ্ধিস্নান।।

এই উদ্দেশ্যেই ১৯৬৯ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ডঃ বিজয়েন্দ্র কস্তুরিরঙ্গ ভরদ্বাজ রাও জাতীয় সেবা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS) একমাত্র প্রকল্প যা অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় অধিকতর সফল এবং UGC 'NSS কে Flag Ship Programme' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের NSS Unit সমগ্র রাজ্যে একটি অগ্রগণ্য Unit। জাতীয় সেবা প্রকল্পের পূর্ববর্তী প্রোগ্রাম অফিসার শ্রদ্ধেয় শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জ্জী ও শ্রদ্ধেয় শ্রী তুষার কান্তি পাল মহাশয়ের অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। পরবর্তী প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে আমিও তাঁদের কর্মকাণ্ডকে পাথেয় করে নতুন ভাবনার সাথে বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। গত বছর সকলের সহযোগিতা নিয়ে চাকদহ রামলাল একাডেমির জাতীয় সেবা প্রকল্প যে সকল কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ন করতে পেরেছে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল —

▸▸ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঃ

"To me a lush carpet of pine needles spongy grass is more welcome than the most luxurious persian rug."

— Helen Keller.

প্রথম অর্ধে তালতলা ভবনের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করা হয়। দ্বিতীয় অর্ধে জাতীয় সেবা প্রকল্পের সেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা

সভার আয়োজন করা হয় বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল মহাশয় এবং Audio Visual এর মাধ্যমে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঃ

''বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।''

যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনসংযোগ বৃদ্ধি এবং বৌদ্ধিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন। প্রশিক্ষক শ্রী কাজল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এরপর তিনি জাতীয় সেবা প্রকল্পের সেচ্ছাসেবকদের যোগাভ্যাস করান। জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রমিতি বর্মন উপস্থিত ছিল।

ক্রেতা সুরক্ষা ঃ

Buyers' Beware,
Be Aware of your rights.
"Jago Grahak Jago".

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের NSS Unit এক সচেতনামূলক শিবিরের আয়োজন করে। ক্রেতা সুরক্ষার Nodal Officer শিক্ষক শ্রী আশীষ বৈদ্য মহাশয় কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এছাড়াও সচেতনতামূলক বক্তব্য পেশ করেন শ্রী অরিজিৎ জোয়াদ্দার, সহকারী ডাইরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, NGO Officer মহঃ জাকির হোসেন মহাশয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী সমীর কুণ্ডু মহাশয়। এই অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। তিনি সমাপ্তি ভাষণে স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করার পূর্বে পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির ঃ

"Prevention is better than cure.".

১লা জুলাই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে চাকদহ রামলাল একাডেমির জাতীয় সেবা Unit এক স্বাস্থ্য সচেতনা শিবিরের আয়োজন করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

এই দিনের তাৎপর্য সবিস্তারে আলোচনা করেন ডঃ শ্রী প্রশান্ত শর্মা মহাশয় ও ওয়ার্ড মাস্টার শ্রী নেপালচন্দ্র ঘোষ (উভয়ই চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যুক্ত)।

অরণ্য সপ্তাহ ঃ

"Look deep into nature and then you will understand everything better".

— Albert Einstein

বিদ্যালয়ের NSS Unit অরণ্য সপ্তাহ মহা সমারোহে পালন করে। বিভিন্ন দিনে বিদালয়ের অভ্যন্তরে, দত্তক গ্রামে (Adopted village) বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং স্বেচ্ছা সেবকদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

রাখীবন্ধন উৎসব ঃ

"Brother and Sister, a bond that can't be broken".

পঃবঃ সরকারের আয়োজিত চাকদহ পৌরসভার সহযোগিতার বিদ্যালয়ের মুক্তধারা মঞ্চে রাখীবন্ধন উৎসবের শুভ সূচনা করেন চাকদহ পৌরসভার পৌরপ্রধান মাননীয় শ্রী অমলেন্দু দাস মহাশয়। অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে স্বেচ্ছাসেবক, অতিথিসহ চাকদহ বাজার পরিক্রমা করে। সকলকে রাখী পড়িয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

NSS DAY (24th September)

"NOT ME BUT YOU"

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ডঃ রিপন পাল NSS এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন। প্রথমে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পরবর্তীতে ডেঙ্গু (Dengue) সচেতনতা সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডঃ দেবাঞ্জন রায়, এম.ডি., সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে, জল কোথাও জমতে দেওয়া যাবে না। NSS DAY এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রী অগ্নিমীল দাস, যুব আধিকারিক, NSS Cell, Kolkata. স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি বলেন জাতি গঠনে তাদের ভূমিকার কথা এবং বিদ্যালয়ের NSS Unit এর ঐতিহ্য সকলের সামনে তুলে ধরেন এবং শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এটি সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী মৌমুক্তা দত্ত মহশয়া।

থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ঃ

"Empowering Lives, Embracing Progress : Equitable and Accessible Thalassaemia Treatment for All".

Kachhu Charitable Trust ও Ranaghat Sub-Divisional Hospital এর সহযোগিতায় 58 NSS Volunteer-দের থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করার জন্য। পৃথিবীর অনেক দেশে বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক, আমাদের দেশে সচেতন নাগরিকরা নিজেরাই এই পরীক্ষা করাচ্ছেন। সুতরাং থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করার জন্য সচেতনতাা বৃদ্ধি করা খুবই আবশ্যক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডাক্তারবাবু ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের থ্যালাসেমিয়া বিষয়ের উপর আলোচনা করেন।

রক্তদান শিবির ঃ

"Donate blood, give a smile to someone".

চাকদহ রামলাল একাডেমীর NSS Unit ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চাকদহ প্রেরণার যৌথ উদ্যোগে CBDA ও গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল এর সহযোগিতায় এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় চাকদহ রামলাল একাডেমির পুরাতন ভবনে। রক্তদানের উপযোগিতা নিয়ে ডাক্তারবাবুরা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অশোক মণ্ডল মহাশয়, সভাপতি, চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতি।

সারা বছর ব্যাপী এই ধরণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চাকদহ রামলাল একাডেমির জাতীয় সেবা প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, এ ব্যাপারে সেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। চাকদহ রামলাল একাডেমির জাতীয় সেবা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তার এই মহান ভাবনাকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। যা বিদ্যালয়ের ছাত্রীছাত্রীদের চরিত্র গঠনে ও ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হতে সাহায্য করবে।

"Great minds discuss ideas,
average minds discuss events.
Small minds discuss People."

স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদকের কলমে

''চাকদহ রামলাল একাডেমি'' নদীয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুদীর্ঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষানৈতিক ইতিহাস। আমরা এ নিবন্ধে, ঐতিহ্যবাহী, শতাব্দী-প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অতীত কাহিনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত যেমন করব, তেমনি দেখে নেব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান।

বুধ সমাবেশের ফসল এ প্রতিষ্ঠান ঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কাশীশ্বর মিত্রের উদ্যোগে উনিশ শতকের মাঝামাঝি চাকদহের পালপাড়ায় একটি কেরানী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্থিক সহায়তা করতেন। এরপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে চাকদহ রেলস্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে এক বিঘা জমির উপর বিদ্যালয়টি উঠে আসে। ইতিপূর্বে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব বোসের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে সাধারণ পরিবারের বালকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

রায় বাহাদুর কালীচরণ দত্ত সহ, বাবু বসন্তকুমার মিত্র, দুর্গাগতি ভট্টাচার্য, যজ্ঞপতি মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১ আগষ্ট মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এরপর শ্রী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ ঢোল প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ ঢোলের উদ্যোগে এ বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অনুমোদন পায় এবং সরকার স্বীকৃত উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ সময় চাকদহের আদি বাসিন্দা, কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহান শিক্ষাব্রতী শ্রী রামলাল সিংহ মহাশয়, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য তৎকালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন। চাকদহ স্টেশনের পশ্চিম পারে নির্মিত হয় রামলাল একাডেমির তৎকালীন ভবন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন শিক্ষাব্রতী শ্রী বটুকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। সমাজ ও শিক্ষাদরদী এই মানুষটির সময় বিদ্যালয়ে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। তিনি স্বয়ং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য ছাত্রদের কলকাতার পরীক্ষার হলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন।

পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাণ শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তিনি দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুবল চন্দ্র মণ্ডল মহাশয় জাতীয় শিক্ষক হিসেবে রামলাল একাডেমির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডক্টর রিপন পাল মহাশয়ের হাত ধরে এই বিদ্যালয় তার অতীত গৌরবের ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে চাকদহ রামলাল একাডেমির যে বিশিষ্টতা রয়েছে তা অনন্য। বিদ্যালয়ের

একই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন আপাত নতুন বিল্ডিং, ওল্ড ক্যাম্পাস (পুরাতন ভবন) নামে পরিচিত। অন্যদিকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে কাঁঠালপুলী অঞ্চলে রয়েছে তালতলা ভবন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দুই-তিনটি ক্যাম্পাসের অস্তিত্ব দেখতে পাই বটে কিন্তু বিদ্যালয় স্তরে এমনটা অতি বিরল। পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই একই দিনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দুটি ভবনেই পাঠদানের কাজ করতে হয়। শিক্ষাস্বার্থে, ছাত্রস্বার্থে, সামাজিক উন্নয়নে তাঁরা হাসিমুখে সে কাজ করে থাকেন। যদিও বাদলা দিনে কিংবা প্রখর রোদে দুটি ক্যাম্পাসে পাঠদান অনেক সময় বেশ ক্লেশদায়ক হয়ে ওঠে।

পরিকাঠামো নির্মাণ ও একাডেমিক উন্নয়নের রামলাল একাডেমি ঃ

বর্তমানে রামলাল একাডেমির দুটি ক্যাম্পাস সুসজ্জিত, প্রাচীর ও বৃক্ষ দিয়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে দুই ক্যাম্পাসে ৫০ এরও অধিক ক্লাসরুম। আমাদের বিদ্যালয়ে রয়েছে দুষ্প্রাপ্ত গ্রন্থ-সম্ভারে সজ্জিত লাইব্রেরী। রয়েছে, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ের অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি — যা, বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যন্ত যুগোপযোগী শিক্ষা-সহায়ক ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ের তালতলা ভবনে রয়েছে, বিস্তীর্ণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে।

ইতিপূর্বে রামলাল একাডেমীর বহু ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। বহু শিক্ষার্থী ''পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ'' এবং ''পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলে''র পরীক্ষায়, মেধা তালিকায় স্থান করে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করেছে। বর্তমান বছরে, ২০২৪ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র জিষ্ণু দাস মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়কে গর্বিত করেছে। দেশ-বিদেশে চাকদহ রামলাল একাডেমির বহু ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নৈপূণ্য ও মেধার স্বাক্ষর রেখে এ প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে আমাদের বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভোকেশনাল কোর্স করবার সুযোগ রয়েছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — যা আমাদের শিক্ষা-চিত্রে আরেকটি রঙিন পালক।

বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের সহাবস্থান ঃ

বর্তমানে বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমেও সমান্তরাল ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। এরপর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমের পাঠদান শুরু হয়। বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে সুদক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, দক্ষতার সাথে অবিরাম শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করে চলেছেন।

সংস্কৃতি চর্চায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ঃ

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন তথা স্টেশন সংলগ্ন নতুন ভবনে রয়েছে নিজস্ব মঞ্চ মুক্তধারা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, পাঠক্রমের পঠন-পাঠনের পরেও, সংগীত, নৃত্য, অংকন, কাব্যচর্চা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিভাকে প্রতিভাত করে চলেছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও শারদ

উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ, সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চার অবকাশে তাঁদের অন্তরের আবেগ-অনুভূতি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায়।

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ১ আগস্ট উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীত-নাটক-আবৃত্তি-অঙ্কন — এসবের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ হৃষ্ট মনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়ে থাকে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে কর্মশালায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জেলা, রাজ্যস্তরে তো বটেই এমনকি জাতীয় স্তরেও তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এ বছর জাতীয় স্তরের প্রেরণা উৎসবে বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রী অমিত বিশ্বাস অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ জেলা ও রাজ্যস্তরে তাদের মেধা, প্রতিভা ও কৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে চাকদহ রামলাল একাডেমি ঃ

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বর্তমান ক্রীড়া শিক্ষক শ্রী নিশীথ মণ্ডল মহাশয়ের সুদক্ষ পরিচালনায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাজ্যস্তরে ও জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। জেলা ও রাজ্যস্তরে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি এবং স্পোর্টস-এর বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র সুমিত ঘোষ, শামীন ঢালী এবং ছাত্রী স্বস্তিকা সরকার অনুর্ধ্ব ১৯ কাবাডি দলে জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। সুমিত অনুর্ধ্ব ১৯ কাবাডি দলের রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৪ এই গ্রুপে ৪০০ মিটার দৌড়ে অরিত্র সাধুখাঁ জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। সার্থক দাস 2024 inter club juga championship পায়। গতবছর বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রী অভয় সরকার জাতীয় স্তরের যুব যোগা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

এ বছরে বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রমিতি বর্মণ জাতীয় স্তরের যোগা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। প্রমিতি জাতীয় স্তরের যোগা প্রতিযোগিতায় দেশের সেরাদের মধ্যে সেরা হয়। যা কেবল চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নয়, সমস্ত রাজ্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এ বিদ্যালয়ের তালতলা ভবন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের ক্রীড়াচর্চার মৃগয়া ক্ষেত্র যেন।

জাতীয় সেবা প্রকল্পে (NSS) চাকদহ রামলাল একাডেমি ঃ

NSS ভারত সরকারের জনসেবা মূলক প্রকল্প; যেটি কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হয়। NSS নামক এই স্কিমটি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির জন্ম শতবর্ষে চালু করা হয়েছিল। জাতীয় সেবা প্রকল্পের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ কল্যাণের ধারণা জাগ্রত করা এবং পক্ষপাতহীন ভাবে সমাজকে সেবা প্রদান করা।

বর্তমানে এদেশের অধিকাংশ সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান NSS ইউনিট চালু রয়েছে। একটি ইউনিটের সাধারণত ২০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী থাকে।

মানব সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিতহয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক ও সেবামূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাকদহ রামলাল একাডেমি 1985 খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সেবা প্রকল্পের একটি সদস্য ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে। বর্তমানে চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীগণ দীর্ঘদিন ধরে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগুলিতে সেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাকদহ শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত যশরা অঞ্চলে একটি আদিবাসী পল্লী রয়েছে। বিদ্যালয়ের NSS ইউনিট সেবার জন্য এই গ্রামটিকে দত্তক নেয়। বিভিন্ন প্রকারের সচেতনামূলক এবং সেবামূলক কর্মসূচি দ্বারা গ্রামটিকে সাহায্য করা হয়।

শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পরিচালনায় বর্তমান রামলাল একাডেমির NSS ইউনিটের কার্যাবলি এগিয়ে চলেছে। তার নেতৃত্বে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সেবা আদর্শের দ্বারা ইউনিটের কাজগুলি সম্পন্ন করার অনুপ্রেরণা পায়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের মত রামলাল একাডেমির NSS ইউনিট আগামী দিনে, সেবা কার্যে তাদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশেষ স্বাক্ষর রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা রাখি।

অবসর গ্রহণ ঃ

বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত মহাশয়া গত ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ইংরেজি বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী শ্যামল কুমার বিশ্বাস মহাশয় গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে অত্যন্ত কর্মপ্রাণ শিক্ষাকর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুনীল কুমার সরকার মহাশয় গত ৩০ জুন তাঁর কর্মজীবনে অবসর নিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের না থাকা সহকর্মী হিসেবে আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনার। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহকর্মী শ্রীমতী দত্ত, শ্রী বিশ্বাস এবং শ্রী সরকার মহাশয়ের সুস্থ-সবল, আনন্দময়, দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

চাকদহ রামলাল একাডেমির দুটি ক্যাম্পাস। তাই তার দুটি স্টাফ রুম। বিদ্যালয়ে বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম মিলিয়ে পূর্ণ সময় ও আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৮০ এর কাছাকাছি। এই বহু সংখ্যক অত্যন্ত যোগ্য-দক্ষ সদস্যদের নিয়ে রামলাল পরিবার ও তার স্টাফ কাউন্সিল। রামলাল তার নিজস্ব ঢঙে ও ভাবনায় দৈনন্দিন শিক্ষাকার্য থেকে অন্যান্য কর্মসূচি সুচারুরূপে পালন করে থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও ২৩০০-এর উপর। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী নিয়ে রামলালের স্টাফ কাউন্সিল অত্যন্ত সৌহার্দের সঙ্গে তার কাজকর্ম পরিচালনা করে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মসূচি সমূহ যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালনা করবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা ভাবি কালের দিকে এগিয়ে চলবো এটাই আমাদের একান্ত অঙ্গীকার।

সাধন মণ্ডল
সম্পাদক
স্টাফ কাউন্সিল
চাকদহ রামলাল একাডেমি

ফিরে দেখা এক বছর ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি

ড. রিপন পাল

প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক

১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের গর্বের বিদ্যালয়ের ১১৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পালিত হয়েছে। ঐদিন প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা ''ক্রেওল''। আজ প্রায় এক বছর অতিক্রম করে আমরা ১১৮-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের দোরগোড়ায়। বিগত এক বছরে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির স্মরণ-মনন হৃদয় গভীরে গর্বের যে অনুরণন তৈরী করে তা নতুন করে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। বিদ্যালয়ে অনেক কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। তবুও যেন শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের মানুষসহ এলাকার শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি, সর্বদা এক অনির্বচনীয় অনুভূতির জন্ম দেয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের কিছু কথা ঃ

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে চাকদহে বাহ্ম সমাজের উদ্যোগে একটি ব্রাহ্মসভা ও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। তবে এই সময় নীলকর সাহেবরা আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় চাকদহে দুটি 'কেরানি স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কেরানি স্কুলটি পরে উঠে গেলেও ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত কেরানি স্কুলটি চলতে থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত এই 'কেরানি স্কুল' ছিল চাকদহ রামলাল একাডেমির আদিরুপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী কাশীশ্বর মিত্র এই 'কেরানি স্কুল'টি ১৮৬৪ সালে 'মিডিল ইংলিশ স্কুল' নামকরণ করেন। এখানে পড়ানো হতো ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। ১৮৬৪ সালে এই এলাকায় আর কোন স্কুল ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন, ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদান করতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন। পরবর্তীতে ১৮৮০ সাল থেকে মিডিল ইংলিশ স্কুলটি 'বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন' নামে খ্যাতি লাভ করে। রামলাল একাডেমির নামকরণের আগে পর্যন্ত স্কুলটি 'বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন' নামে পরিচিত ছিল। কলকাতা নিবাসী রামলাল সিংহ ১৯০৮ সালে বিদ্যালয় এর জন্য তিন কিস্তিতে দশ হাজার টাকা দান করেন এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন গৃহ নির্মাণ হয়। স্কুলের নাম হয় 'দি রামলাল একাডেমী'। পুরানো মিডিল ইংলিশ স্কুলের বড় হলটিকে বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রূপকার বেণীমাধব বোসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নাম রাখা হয় 'দি বেণীমাধব বোস মেমোরিয়াল হল'। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনুমোদনের সাপেক্ষে দুই বছরের জন্য সুপারিশ থাকলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্ট্রার জি. থিবট শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি সহ বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য অনুমোদন করেন। সেই সময় স্কুলে শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১১টি ক্লাস হত। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় নাম সংযোজিত হয় এবং বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় 'চাকদহ রামলাল একাডেমি'।

পরবর্তীতে এই বিদ্যালয় বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি এবং বাংলা মাধ্যম চলছে। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের পাশাপাশি রয়েছে ভোকেশনালের বিভিন্ন কোর্স।

বিদ্যালয়ের দুটি ভবন ঃ

বিদ্যালয়ের ভবন দুটি হল — পুরাতন ভবন ও তালতলা ভবন। তালতলা ভবনে রয়েছে সুশৃঙ্খলভাবে একসাথে মিড-ডে মিল গ্রহণের সুব্যবস্থা ছাত্রদের জন্য সাইকেল গ্যারেজ, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাবরেটরী, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সোলার সিস্টেম ও ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য টয়লেট। তালতলা ভবনে এই বছরে শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য একটি সাইকেল গ্যারেজ করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে কিছু শ্রেণী কক্ষসহ বিদ্যালয়ের এই ভবনকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ডও সংযোগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের অর্থানুকূল্যে একটি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যালয় প্রশাসনের আগামী দিনের পরিকল্পনা রয়েছে তালতলা ভবনের শ্রেণীকক্ষ গুলির সংস্কার সহ বিদ্যালয়ের মাঠ এবং সুইমিং পুলের আধুনিকীকরণ।

পুরাতন ভবনের ক্রমবর্ধমান ছাত্র ভর্তির চাহিদা মেটানোর জন্য ছয়টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরাতন ভবনে নতুন ঘরগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দুটি সেকশন চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অত্যাধুনিক এবং যুগোপযোগী যে সকল বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সংযোজন করেছে তার মধ্যে এ বছর বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে নতুন দুটি সাবজেক্ট শুরু হয়েছে, একটি হলো এপ্লাইড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (APAI) এবং অপরটি ডাটা সায়েন্স (DTSC)। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের সেমিস্টার পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন এ বছরই শুরু হলো। এই বছরে উচ্চ-মাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশী। দুটো ক্যাম্পাসেই গরমের তীব্রতার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু ফ্যান লাগানো হয়েছে। দুটি ভবনেই টিচার্স রুম এবং ক্লাস রুমের মধ্যে পর্যাপ্ত চেয়ার এবং বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্র সম্পদ এবং আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা ঃ

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সম্বিত সাহা, প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৯ (৯৩.৮%)। ২০২৪ সালে মাধ্যমিকে বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে জিষ্ণু দাস। জিষ্ণুর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫ (৯৭.৮৫%)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মাধ্যমিকে জিষ্ণু দাস রাজ্যে এ বছরে নবম স্থান অধিকার করেছে।

বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর সাইন্স অলিম্পিয়াডে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করেছে।

এই বছর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তনিকা রায় JBNSTS আয়োজিত JBNSTS জুনিয়র বিজ্ঞান কন্যা মেধাবৃত্তি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ এবং সৌরাশীষ মিত্র পেয়েছে JBNSTS আয়োজিত JBNSTS জুনিয়র স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩। এই অ্যাওয়ার্ড

ডিপার্টমেন্ট অফ সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি এন্ড বায়োটেকনোলজি, গভর্ণমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর অর্থানুকূল্যে দেওয়া হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের রাজ্য ও জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য কিছু পারফরমেন্স ঃ

২০২৩-২৪ সালে সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, গাভার্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে মধুরিমা দে সরকার ইন্সপায়ার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি বিদ্যালয়কে গর্বিত করে।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র (বর্তমান একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত) জিষ্ণু দাস Election Commissioner of India-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) সম্পর্কিত শ্লোগান রাইটিং কম্পিটিশনে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের গৌরবের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী প্রমিতি বর্মন Yoga Championship (Under 19 Age Group)-এ জেলা এবং রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করে এবং 67th National School Games in Yogasana-কর্তৃক আয়োজিত যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি গ্রুপে গোল্ড মেডেল জয়ী হয়। প্রমিতি যোগা, আর্টিস্টিক গ্রুপ এবং গ্রুপ যোগাতে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয় ও রাজ্যকে শুধু গর্বিত করেনি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছে।

বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী কৃত্তিকা সরকারের সাইন্স অপিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন কর্তৃক গার্ল চাইল্ড স্কলারশিপ প্রাপ্তি বিদ্যালয়কে গর্বিত করেছে।

বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শ্রী অমিত বিশ্বাস Ministry of Education Govt. of India আয়োজিত Prerana Utsav – 2024. The Experiential Learning Program-এর জন্য রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে ১২/০৫/২০২৪ থেকে ১৮/০৫/২০২৪ তারিখ অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয় ও জেলাকে গৌরবান্বিত করেছে।

এবছর কলা উৎসবে বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র দীপরাজ রায় চৌধুরী নদীয়া জেলায় ফোক ড্যান্সে এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সাগ্নিক সরকার ক্লাসিক্যাল মিউজিক-এ প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। West Bengal State Council for School Games and Sports, Under School Education Department Government of West Bengal কর্তৃক আয়োজিত 67th West Bengal State School Games' 2023-এ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র অরিত্র সাধুখাঁ (400mt. Run Under 14) রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

West Bengal State Council for School Games and Sports, Under School Education Department Government of West Bengal কর্তৃক আয়োজিত 67th West Bengal State School Games' 2023-এ বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরে 'খো-খো' খেলার জন্য নির্বাচিত দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র অর্ঘ শর্মা (Kho-Kho, U-19 yrs Boys) 'কাবাডি' খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী স্বস্তিকা সরকার (Kho-Kho, U-19 yrs Girls), দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সুমিত ঘোষ (KABADDI, U-19 yrs Boys) এবং রাজ্য স্তরে ''কাবাডি'' খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শামীম ঢালী।

West Bengal State Council for School Games and Sports, Under School Educaiton Department Government of West Bengal কর্তৃক আয়োজিত 67th West Bengal State

School Games' 2023-এ রাজ্যস্তরে নদীয়া জেলার হয়ে ক্রিকেট টিম-এ খেলার জন্য নির্বাচিত হলো চাকদহ রামলাল একাডেমীর ছাত্র দেবমাল্য সিনহা, শুভজিৎ দত্ত, এবং অঙ্কিত ঘোষ (CRICKET, U-17 yrs. Boys)। বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে কিশলয় দে (CRICKET, U-19 yrs Boys)।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB) আয়োজিত (অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বালক)ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জেলাস্তরে আমাদের বিদ্যালয় রানার্স হয়েছে। এছাড়া কাবাডিতে দুটি টীম জেলা পর্যায়ে এবং সুব্রত কাপেও সাব-ডিভিশন পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত সাফল্য বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য যা করা হয়েছে ঃ

বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস উদযাপনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়, কন্যাশ্রী দিবস উৎযাপনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে, নেচার স্টাডি, বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে, সেমিনারে ও সামার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সার্বিক প্রস্তুতিতে আন্তরিক সাহায্য করেছেন।

বিগত তিন বছর যাবৎ National Means Cum Merit Scholarship (NMMSE) পরীক্ষায় উপস্থিতির হার বেড়েছে। Vidyasagar Science Olympiad (VSO) ও NMMSE-পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথাক্রমে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ফলে দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের আশানুরূপ অংশগ্রহণ ও সাফল্য লাভ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি করছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক মহাশয়রা রাজ্যের বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করছেন।

এই বছর জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অর্থানুকূল্যে জগদীশ বোস ন্যশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ আয়োজিত JBNSTS – WBDS প্রোগ্রামে ৮ই জুলাই ২০২৪ থেকে ১২ই জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ নবম শ্রেণীর ২০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এই রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এবছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে (28.02.2024) IISER – KOLKATA ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য "CAREER COUNSELLING" বিষয়ক Seminar করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সম্মানীয় বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জয়েন্ট ডিরেক্টর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, নদীয়া জেলা, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গাল ও সম্মাননীয়া আধিকারিক শ্রীমতি সুবর্ণ রায়।

কলেজ ও বিদ্যালয় স্তরে The Bureau of Indian standards (BIS), the National Standards Body of India কর্তৃক যে Standard-ক্লাব গঠন কর্মসূচি শুরু হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বছর স্ট্যান্ডার্ড ক্লাব গঠন হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক মিলন শর্মা মহাশয় স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবের মেন্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

খেলাধুলা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ ও কনজিউমার ফোরামের কাজ চলছে। এই বছর জাতীয় সেবা প্রকল্প-এর এবং জেলা কনজিউমার ফোরামের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির ও সমাজ সেবা মূলক কাজ করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের এই সার্বিক সাফল্যে তাদের মেধা-পরিশ্রম এবং শিক্ষক মহাশয়দের সক্রিয় সহযোগিতাকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যাশা রাখি আগামী দিনেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-ক্রীড়াক্ষেত্রে চাকদহ রামলাল একাডেমীর এই ধারাবাহিক সাফল্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রাক্তনী সমিতি ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে বিগত বছরের আমরা যা পেয়েছি ঃ

প্রাক্তনী সমিতির সদস্যবৃন্দ তথা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন ও বিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। বিগত বছরে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রাক্তনী সমিতি একটি উন্নতমানের ওয়াটার পিউরিফায়ার পুরাতন ভবনে প্রদান করেছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে পুরাতন ভবনে স্বামীজীর জন্ম দিবসে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে স্বামীজির মূর্তি স্থাপন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় স্বামী দুর্গেশানন্দজি মহারাজ।

এছাড়া চাকদহ রামলাল একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর সমর গুহ রায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে 'ইনক্লুসিভ নলেজ' বিষয়ে একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। এই সেমিনারের আয়োজক ছিল বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতি। উল্লেখ থাকে যে অধ্যাপক ডক্টর সমর গুহ রায় এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। তিন শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর জন্য আমরা গর্বিত।

আমাদের যে সকল স্কলারশিপ চালু রয়েছে তা প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতি বছর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঃ

গত বছর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন স্কলারশিপ পেয়েছে —

১। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের এবং বৃত্তি প্রদান করা হয়)

মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৩ ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ঃ অভিরূপ বিশ্বাস (৯৪) ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৩ ঃ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক (৪৭৪)।

২। **শ্রী শংকর নাথ সরখেল প্রদত্ত বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক)

মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৩ অমিত বিশ্বাস (প্রাপ্ত নম্বর ৯৮), উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৩ (দেবাদৃতা সমাদ্দার প্রাপ্ত নম্বর ৯৮)।

৩। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয়)।

বাণিজ্য বিভাগ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক - ২০২৩ রাজদীপ দাস (৪৫৮), সুরাইয়া খাতুন (৪৫৪)।

৪। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।)

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান - ২০২৩ ঃ অমিত বিশ্বাস, শান্তনু ব্যানার্জী, সায়ক বিশ্বাস, সৌরাশিস মিত্র, সৌগত সরকার, সৌম্যদীপ দাস, সৌদীপ সিকদার, বৈতনিক সাহা, তপসিন্দু দত্ত, রূপম হালদার ও আদিপ্ত মন্ডল। ভৌতবিজ্ঞানে প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ১০০।

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন - ২০২৩ ঃ নিলাংশু ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর ৯৬)।

৫। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়।)

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন - ২০২৩ ঃ নিলাংশু ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর ৯৬)।

৬। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিকে গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হয়।)

উচ্চমাধ্যমিক - ২০২৩ ঃ গণিত - নিলাংশু ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর ১০০), অরিত্র সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ১০০)। পদার্থবিদ্যা - দেবেশ সোম (সর্বোচ্চ নম্বর ৯৬)।

৭। **পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের দেওয়া হয়)

উচ্চ মাধ্যমিক - ২০২৩ ঃ গণিত - নিলাংশু ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর ১০০), অরিত্র সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ১০০), হিসাব শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ঃ রাজদীপ দাস (৮৩), ইংরেজিতে সর্বোচ্চ ঃ দেবাদৃতা সমাদ্দার (প্রাপ্ত নম্বর ৯৮), বাংলায় সর্বোচ্চ ঃ দেবাদৃতা সমাদ্দার (প্রাপ্ত নম্বর ৯৮)।

আগামী বছর থেকে অসীম লাহিড়ী স্মারকবৃত্তি শুরু হবে। এই বৃত্তি নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হবে।

বিদ্যালয় থেকে বিগত বছরে যারা অবসর গ্রহণ করলেন ঃ

কর্মজীবন থেকে ৩১/০৮/২০২৩ তারিখ সংস্কৃত বিষয়ের সহ শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত মহাশয়া, ৩১/১২/২০২৩ তারিখ ইংরেজি বিষয়ের সহ শিক্ষক শ্রী শ্যামল কুমার বিশ্বাস মহাশয় এবং ৩১/০৮/২০২৪ তারিখ বড়বাবু শ্রী সুনীল কুমার সরকার মহাশয় অবসর গ্রহণ করেছেন। সকল প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সহ এদের সকলের সুদীর্ঘ, নীরোগ, আনন্দময় ও কর্মমুখর অবসর জীবন কামনা করি।

পরিশেষে বলি, এইটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ৫৪ তম বর্ষ এবং প্রকাশিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে। এই পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সীমাবদ্ধ করবো না। আশা রাখছি ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ের এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবছরের মতো আগামী বছরও এই ভাবেই আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাব।

KALA UTSAV-2023

অভিভাবক সভা
২৩/০৯/২০২৩
চাকদহ রামলাল একাডেমী

NOT ME BUT YOU
NATIONAL SERVICE SCHEME
CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY
Listen When Others Are Speaking

NOT ME BUT YOU
NATIONAL SERVICE SCHEME

KALA UTSAV -2023

[Career Counselling Programme]
Initiated by:
Employment Excahange
Organised by:
CHAKDAHA RAMLAL

Chakdaha Ramlal Academy · ESTD-1907
विद्या ददाति विनयम्

विद्या ददाति विनयम्

বিদ্যালয় বইমেলা

Hosted
Organized
(CISCE)